আনন্দ রহো।

(ঐতিহাসিক নাটক)

শ্রীগিরিশ চন্দ্র ঘোষ

দ্বারা

প্রণীত ও প্রকাশিত।

(ন্যাশনেল থিয়েটরে অভিনীত)

কলিকাতা

সোনাগাজিস্থ, ১২ নং রামজয়শীলের লেন টাউন যন্ত্রে

শ্রীপঞ্চানন দাস দ্বারা

মুদ্রিত।

সন ১২৮৮ সাল।

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ।
৮	১১	পাব	যাব।
৩২	৩	শোনাও	শেখাও।
৩৬	২৪	সাম রাজ্য	সুখে সাম্রাজ্য।
৪০	১৭	আজ	তুমি আজ।
৫৬	১৬	মূখ	মুখ!
৬৮	২৬	জিব	জিভ।
৭০	১৮	নিষেধ	আসিতে নিষেধ।
৭০	১৮	করেছি	করেছি।
৭১	৪	জনের	জলের।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

আকবারসাহ	...	...	দিল্লীর সম্রাট
রাণা প্রতাপ	...	...	উদয়পুরের রাণা
সেলিম ...	...	...	আকবারের পুত্র।
মানসিংহ	...	...	আকবারের সেনাপতি।
নারাণসিংহ	...	...	মৃত ঝাল্লার সর্দ্দারের পুত্র
মন্ত্রী ...	...	...	সম্রাটের————
ভামশা ...	...	...	রাণা প্রতাপের মন্ত্রী
বেতাল ...	...	...	* * * *

সভাসদ্গণ, দূত, খঞ্জ, মল্ল, সেনানায়কদ্বয়, কতোয়াল, গুপ্তচর, সৈন্যগণ, প্রহরী, ভৃত্য ইত্যাদি।

স্ত্রী।

মহিষী ...	...	...	রাণা প্রতাপের
লহনা ...	...	...	মানসিংহের কন্যা।
যমুনা } কানুন }	...	...	মানসিংহের ভাগ্নী।

সংযোগস্থল ———দিল্লী ও আরাবল্লী পর্ব্বত।

আনন্দ রহো।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বনমধ্যে পথ।

আকবার ও মানসিংহ।

আক—রাজ করও তো আবশ্যক :——

মান—সত্য ; কিন্তু যে দীন প্রজা, তীর্থ দর্শনে মানস কর্ব্বে, এই কর যে তার সুমতির প্রতিরোধক হবে তার সন্দেহ নাই।

আক—তীর্থযাত্রিরকর এক পয়সা মাত্র, মহারাজ কি মনে করেন এক পয়সা সুমতির প্রতিরোধ করে ?

মান—-জাঁহাপনা তথাপি সে সুমতি ;——

(নেপথ্যে "আনন্দ রহো ! আনন্দ রহো " !!!)

আক—এমন দীন প্রজাওকি দিল্লীতে আছে।

মান—-জাঁহাপনা ইহা অপেক্ষাও দীন প্রজা দিল্লীতে আছে।

(নেপথ্যে—"আনন্দ রহো ! আনন্দ রহো" !!!)

আক—যদি আপনাকে আমি বিলক্ষণ রূপ না জান্‌তেম, আপনাকে মিথ্যাবাদী বল্‌তেম। আমার সন্দেহ ক্ষমা করুণ, আপনি কি যথার্থই জেনে বলছেন, যে এরূপ দীন প্রজা দিল্লীতে আছে। বিশেষ তত্ত্ব নিয়ে ছিলেন কি?

মান—বিশেষ তত্ত্ব না নিলে এক পয়সার কথা জাঁহাপানার সন্মুখে নিবেদন কত্তে সমর্থ হতেম না।

আক—ওঃ!!

(নেপথ্যে—"আনন্দ রহো!!— আনন্দ রহো"!!!)

আক—মহারাজ! আপনার বাহুবলে আমি দিল্লীশ্বর—আপনার দেবতুল্য বাক্যে আজ জানলেম, আমি দিল্লীর ঈশ্বর বলে, প্রজার প্রেমে নয়। আমি ভোজনান্তে সুখ-শয্যায় শয়ন করে মনে কর্ত্তেম, যে আমার রাজ-নিয়মে প্রজাগণ সকলেই সুখী অতএব কিঞ্চিৎ বিরামে হানি নাই। কিন্তু অদ্য আমার ধারণা হলো, যে অন্য বিষয় জানি না জানি, প্রজার বিষয় জানিনা, এ কথা নিশ্চয়।

(নেপথে—"আনন্দ রহো!! আনন্দ রহো"!!!)

আক—মহারাজ! প্রজাদের অন্য কি অভাব বল্‌তে পারেন?

মান—জাঁহাপনা! আমি সেনাপতি মাত্র, তবে আমি হিন্দু এই নিমিত্ত যৎকিঞ্চিৎ হিন্দুর অভাব বল্‌তে পারি। কিন্তু দৈন্যতার অভাব সম্বন্ধে দীন ব্যক্তি প্রকৃত উপদেষ্টা।

(বেতালের প্রবেশ)

বেতা—"আনন্দ রহো!! আনন্দ রহো"!!!

মান—কিরে বেতাল, তুই এখানে যে?

বেতা—দেখ্‌চি।

আক—মহারাজ ওর নাম কি বল্লেন?

মান—বেতাল।

আক—এত বড় আশ্চর্য্য নাম—এমন নাম তো কখন শুনিনি।

বেতা—ঢের শুনেছ—ভুলে গেছ। "আনন্দ রহো! আনন্দ রহো". !!

মান—ওর নাম কি তা জানি না। যেখানে সেখানে একটা বেতালা কথা কয়ে ফেলে, তাই ওর নাম বেতাল।

আক—ওহে বাপু "আনন্দ রহো"! মুসলমানের রাজ্যে কেমন আছ বলতে পার?

বেতা—রাজা রাজড়ার কথাতে আমি থাকিনি বাবা। একটা পয়সা দাও গাজা খাই।

মান—তোমার একটা পয়সার সংস্থান নাই, তুমি বলচো "আনন্দ রহো"।

বেতা—এক টান হলেই, "আনন্দ রহো"। (হস্ত দ্বারা গাঁজা খাওয়া দেখান।)

(বাদশাহির একটী মোহর প্রদান)

পয়সা কৈ—এতে গাঁজা দেবে?

মান—দেবে।

বেতা—"আনন্দ রহো;-আনন্দ রহো"!!! (গমনোদ্যত)

মান—জাঁহাপনা! দেখুন মুদ্রা চেনেনা, এমন দীন প্রজাও আছে।

আক—অদ্যই আমি যাত্রী-কর নিবারণ করবো। "আনন্দ রহো"! গেলে নাকি?

বেতা—পয়সা খুঁজে পেয়েছিস না কি? এই নে। (মোহর দিতে উদ্যত)

আক—না আমি অন্য কথা বল্‌চি।

বেতা—ওঃ।

আক—তোমরা সুখে আছ না দুঃখে আছ?

বেতা—একটা পয়সারসঙ্গে খোঁজ নেই, বেটার লম্বা চৌড়া কথা

দেখ না। না—তোর ফিরে নে। (মোহর ফেলিয়া দেওন)
."আনন্দ রহো! আনন্দ রহো" !!!

মান-—বেতাল দেখ্‌লেন?

আক—রাণা প্রতাপ এখন কি অবস্থায় আছেন বলতে পারেন?

মান—রাণা প্রতাপ কি অবস্থায় আছেন, আমি বিশেষ অবগত নাই, জাঁহাপনা! দীন প্রজাদের কথা হচ্ছেল।

আক—আমিও প্রজার কথা তুলেছি।

মান—জাঁহাপনা! রাণা বিদ্রোহী।

আক—মহারাজ! প্রজার অধিক আর কিছু পরিচয় দিলেন না। আপনি যাহাকে দীন বলেন, সে আপনার সম্মুখেই আমাকে তাচ্ছল্য কল্লে,—এক পয়সার প্রার্থী, মোহর দিলাম, ফিরিয়ে দিলে। আর, রাণা কিছুই প্রার্থনা করে না, কেবল আপনার সম্পত্তি ভোগ কত্তে চায়; আমার বল আছে, বল পুর্ব্বক সেই সম্পত্তি হতে তাকে আমি বঞ্চিৎ করবো।

মান-—রাণা দাম্ভিক।

আক—অথচ আমা অপেক্ষা সহস্র গুণে দুর্ব্বল। প্রজা সম্বন্ধে কিছুই জানি না আজ আমার ধারনা হয়েছে; নতুবা বল্‌তেম রাণা একজন দীন প্রজা।

(নেপথ্যে—"আনন্দ রহো!—আনন্দ রহো" !!!)

মান—-বেতাল বেটা! (উভয়ের প্রস্থান)

(নারান সিংহ, লহনা ও সখীগণের প্রবেশ)

লহ—-নারান সিং! আর কতদূর যেতে হবে?

নারা—নিকটেই।

লহ—-আর কত দূর?

নারা—দেখতে পাচ্ছনা, এই কুঞ্জের আড়ালে।

লহ-—উঃ! কি ভয়ঙ্করী মূর্ত্তী!

নারা—আহা প্রতিমা যেন হাসছে ! এ কল্পতরু পদে সচন্দন রক্ত-জবা দিলে যে মনস্কামনা পূর্ণ হবে, তার আশ্চর্য্য কি ! গুরুদেব যথার্থই বলেছ, আহা ! এমন ঠাম কখন দেখিনি।

(নেপথ্যে—"আনন্দ রহো !!—আনন্দ রহো" !!!)

নারা—লহনা ! যাও, দেবি পূজা কর—মনের মানস ব্রহ্মময়ীকে জানাও।

লহ---যমুনা কেবল জবাই দিলে পূজা করতে, অমন গোলাপ গুলি দাওনি ?

নারা- (যমুনার প্রতি) তুমি ফুল রাখলে না ?

যমু---আমি একটী রেখেছি ; রাজ-কন্যা যে নিলেন, তাঁর সাজাতে সাধ হয়েছে।

নারা—তাই ! এ বনে ফুলের অভাব কি। এই দিকে এস, যত ফুল নেবে এস, ভাল ভাল পদ্ম ফুটে রয়েছে. তোমরা সকলেই এস যার যত ইচ্ছা ফুল নেবে এস।

(লহনা ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

লহ---মাগো ! আমার দুরাশা কি পূর্ণ হবে ! সতীত্ব নারীর পরম ধর্ম্ম,যেন মনে থাকে মা ! যদি মনস্থির না কর'তে পারি,ইহকালও যাবে পরকালও যাবে।

(নেপথ্যে) গীত—ছায়ানট—খেমটা।

তুলনে রাঙ্গা কমল, রাঙ্গা পায়ে সাজবে ভাল।
চল ত্বরা পূজ্‌বো তারা, থাকবে না আর মনের কাল ॥
নাচ্‌বে শ্যামা হৃদকমলে, ধোব চরণ নয়ন জলে,
বদন ভরে ডাকবো ওমা, মায়ের রূপে জগৎ আলো।

(নারানসিংহের প্রবেশ)

লহ---তোমরা আমাকে একলা রেখে কোথায় গিয়েছিলে ?

(সখীগণের গান করিতেং প্রবেশ)

(গীত—তুলেনে রাঙ্গা, ইত্যাদি)

লহ—ভাই ! পূজা করতে এসে এখন গান কেন, পূজা করে নাও, শীঘ্র শীঘ্র বাড়ি চল।

(সকলের পূজা করিতে গমন)

লহ—(নারানসিংহের প্রতি) পদ্ম ফুলদে বুঝি আমার পূজা করতে সাধ যায় না !

নারা—পূজা করুণ না ! আরও ভাল ভাল পদ্ম রয়েছে, ওঁরা তো সব তুলতে পারলেন না, আমি এনে দিচ্চি।

যমু—এই যে রাজ-কন্যা, আমার কাছে অনেক আছে।

কানু—(একটী ছোট ফুল লইয়া) আমি কিন্তু ফুলটি দেবোনা।

লহ—কুঁড়িতেই এত মায়া, না জানি ফুটলে কি করতিস্ ?

(নেপথ্যে—"আনন্দ রহো !—আনন্দ রাহা" !!!)

লহ—(নারানের প্রতি) ও মিন্‌সে কে ? ওকে ডাক্‌তে পার, কত আনন্দ দেখি।

(বেতালের প্রবেশ)

বেতা—"আনন্দ রহো !—আনন্দ রহো" !!!

নারা—ভাল বাপু ! তুমি "আনন্দ রহো" ! বল কেন ?

বেতা—আরে সে মজার কথা—আমায় একজন শিখিয়ে দিয়েছে। গাঁজা খাইনি—পেট দম্‌সম—আর এই রোদ তো জান—জিভ্ শুকিয়ে গেছে—মাঠের মাঝখানে পড়ে আছি, আর বেটা এলো।

নারা—এলো কে ?

বেতা—আরে তোফা একেবারে পাতি বেছে গাঁজাটি সেজেছে ! গন্ধ পেয়ে উঠে বসে দেখি, আমার পাশেই বসে ? দপ্ করে কল্‌কে

জ্বলেছে। আমার হাতে দিলে, কসে দম্—ভরপুর নেসা! " আনন্দ রহো! আনন্দ রহো "! তেমনটি হয় না; " আনন্দ রহো! আনন্দ রহো" !!! [প্রস্থান]

(নপথ্যে—"চুপ আস্তে " !!)

লহ—ওমা! কে করে " চুপ "!

কানু—রাজকুমারী বাতাসে বাতাসে শিউরে উঠছে।

নারা—সব ঠিক, সব ঠিক।

লহ—না ভাই তোমাদের সখের বনে তোমরা দাঁড়াও। কেউ করছেন "চুপ"কেউ করছেন "আনন্দ রহো"!! আবার নারাণ ও সুর ধরেছেন "সব ঠিক্'।

নারা—(হাসিয়া) আমি বলছিলাম পূজা হয়ে গেছে বাড়ি চলুন।

(নেপথ্যে)—"কোন দিকে", "চুপ"।)

লহ—ঐ দেখ ভাই! এই জন্যই এখানে আস্‌তে চাইনা; মাগো!

যমু—তোমার ভয় দেখে যে বাঁচিনি; নারাণ রয়েছে ভয় কি?

লহ—তুমি তো সব খবরই রাখ; এমন জায়গা নেই যে রাণা প্রতাপের চর নাই, তা এতো বন; নারাণ একলা কি করবে বল তো?

নারা—যদি কেউ বিরোধি হয়, তোমাদের জন্য—তোমার জন্য প্রাণ দিব।

লহ—ইস্ এতও পারবে। তার পর আমাদের বেঁধে নিয়ে যাক্।

কানু—কার সাধ্য।

(সকলের প্রস্থান)

(দুইজন সেনা নায়কের প্রবেশ)

উভয়ে—মা, রণ রঙ্গিনী মা।

(নেপথ্যে " আনন্দ রহো! আনন্দ রহো "!!!)

(রাণা প্রতাপের গুণ গান করিতে২ কতকগুলি সৈনিকের প্রবেশ)

সারঙ্গ—তেওরা ।

দুর্দ্দম শাসন রিপু-কুল নাশন,
পবন গমন, নীল হয় বাহন, নিবীড় জটা জুট, শির
বিভূষণ ।
আধ চাঁদ ভালে, তিলক ঝলক, বিষমোজ্জ্বল জ্বালা,
নয়ন পাবক,
দিন কর, হর বর, কৃপাণ ঝক ঝক, পীন বাহুমূল,
বিশাল বক্ষস্থল,
দুর্ব্বল প্রবল, ত্রাসিত দুর্জ্জন ॥

১নায়—কোথা পাব ?

১সৈন্য—পদ্ম কুণ্ডুতে আমরা খাওয়া দাওয়া কর্‌বো ।

২য় নায়—কাল্ তুমি কি সাজবে ।

২সৈন্য—আজ্ঞে, আমি ভাল্লূক সাজ্‌বো ।

১নায়—তুমি কি সাজ্‌বে ?

৩সৈন্য—আজ্ঞে—আজ্ঞে, আমায় মশাই যা অনুমতি করবেন তাই সাজবো ; তা মশাই নূতন পোশাকটা পরে এসেছি কোথায় রাখবো ।

১নায়—আর বাপু ক্ষমা দাও বিস্তর হয়েছে ।

৩য়সৈন্য—আজ্ঞে রাগ করেন তো বলি—

১নায়—বাপু ! তুমি যে উৎপাতে ফেল্লে । রাগ করি তো বলবে ; আর যদি না রাগ করি, তো আস্তে আস্তে চলে যাবে, রাগ করিনি বাপু যাও ।

৩সৈন্য—আজ্ঞে, আমার এ স্থানে আসাটা ভাল হয় নাই ।

১সৈন্য—আরে এসনা এ দিকে ।

৩সৈন্য—দাড়াও না—দাড়াও না—

১সৈন্য—আরে চলোনা—চলোনা (মস্তকে চপেটাঘাৎ)

(সৈনিকগণের প্রস্থান)

২নায়—তোমার সেনাদের তর বেতর ভাণ।

১নায়—ও বেশ লোক, ওর মজা দেখ্‌বে তো চল। পদ্মকুণ্ডে কেউ নাচ্ছে, কেউ পদ্ম তুল্‌ছে ও দেখ্‌বে যে চুপ করে পোশাকটী আগ্‌লে বসে আছে, আর এক একটী ঘাস ছিঁড়ে মুখে দিচ্চে।

(বেতালের প্রবেশ)

বেতা—হাঁস্‌ছিস্‌ কেন রে শালা ?

(২নায়—মারিতে উদ্যত)

১নায়—আরে মেরোনা—মেরোনা——

বেতা—সেই চোক্‌ জ্বল্‌ছে, কি বল্‌তো ঐ যে—নীল ঘোড়া—না কি বল্‌ছিলি, এখন আর বাক্কি সরেনা, অঁ্যা ?

১নায়—সে গান শুনে তোর কি হবে ?

২নায়—তুমিও যেমন পাগলের সঙ্গে বক্‌ছো, চল যাই, স্নান হয়নি আহার হয়নি।

বেতা—সেই শালারও চোক জ্বলেছেল—একটা চোক ছিল, সে শালারও একটা কি ঘোড়া, কিন্তু তার পোশাকটা কাবুলের ধরন; তুই পোশাকটা কি রকম বল্লি ?

১নায়—ওহে শুন্‌ছো! কর্ত্তাটী নিজে কাবুলে সেজে এ ধার দে হয়ে গেছেন। তার সঙ্গে তোর দেখা হয়েছিল কোথায় ?

বেতা—আচ্ছা তোরা ও গানটা গাস কেন ?

২নায়—ও গানটা গাইলে আমরা খুব লড়তে পারি।

বেতা—কৈ কেমন লড়িস্‌ দেখি ; "আনন্দ রহো! আনন্দ রহো"!!

(গণ্ডে চপেটাঘাৎ)

(২নায় কাটিতে উদ্যত)

(১নায়—বাধা দেওন)

বেতা—"আনন্দ রহো ! আনন্দ রহো" ! ! (১ম সেনাকে চপেটাঘাৎ)
(২নায়—মারিতে উদ্যত)

বেতা—"আনন্দ রহো ! আনন্দ রহো" ! ! গান ধর, তোরা গান ধর—দুর শালা, গান ভুলে গেলি, আমি ও গান শিখবো না ; দুঃ-ও-হেরেগেলি দুঃ-ও "আনন্দ রহো ! আনন্দ রহো' ! ! (গমনোদ্যত)

২নায়—ধর'লে কেন ? আমি ওর পাগ্‌লামি বার করে দিতুম।

বেতা—ধরলে তা আমার বাবার কিরে শালা ? "আনন্দ রহো ! আনন্দ রহো" ! ! (প্রস্থান)

১নায়—পাগল, ওর হাত দুটো ধরলে হতো ; তুমি তলোয়ার খুলে বস্‌লে।

(বেতালের প্রবেশ)

বেতা—গাঁজা আছে ?

২নায়—দাড়া শালা, তোকে গাঁজা দিচ্চি আমি—(মারিতে উদ্যত)

বেতা—আমি খাবোনা ; তুই বড় মার খেয়েছিস, একটান টান। (গাঁজা ফেলিয়া দেওন) "আনন্দ রহো ! আনন্দ রহো" ! ! মন্দিরে প্রবেশ)

২নায়—বেটা পাগ্‌লা কোথাকার !

১নায়—গাঁজা ছিলেমটা কুড়িয়ে নিলে না। (প্রস্থান)

বেতা—বল্‌তো—উঃ ! কত ফুল দেখ্‌রে ! আজ যেন আমি বাসর ঘরে এসেছি—না ফুল শয্যা। (কালীর পদে মস্তক রাখিয়া শয়ন)

নেপথ্যে—গীত——রাগিণী নাগধ্বনী—তাল আড়াঠেকা।

ঊৰ্দ্ধ জটা জুট, গভীর নিনাদিনী।
উগ্রতুণ্ডা ভীমা, অশিব বিমর্দ্দিনী॥
দনুজ হ্রাস ত্রাস, লক লক রসনা।
অসুর শির চুর, ভীষণ দশনা॥
ধিয়া তাধিয়া ধিয়া, টল টল মেদিনী।
নর কর বেষ্ঠিত, কপাল-মালিনী॥
রুধির অধরা তারা, শিশু শশী ভালিনী।
নয়ন জ্বলন জ্বালা, সুর হৃদি বৰ্দ্ধিনী॥

প্রথম অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

উদ্যান।

(লহনা, সখীগণ ও নারাণসিংহ)

যমু—ভাই! তোমার অত ভয় হয়েছিল তাকি আমি জান্‌তেম।

লহ—তোমাদের ভাই পাহাড়ে সাহস,—আমায় মাপ কর।

যমু—নারাণসিং তো পাহাড়ে নয়।

(সেলিমের প্রবেশ)

সেলি—ও আবার পাহাড়ে নয়; কিহে নারাণ! তোমার বাড়ী না আরাবল্লী পৰ্ব্বতে?

লহু—(কানুনের প্রতি) ঐ শুকনো কুঁড়িটে যেন সাত রাজার ধন ; এত গোলাপ ফুল ফুটে রয়েছে তোর মন ওঠেনা বুঝি, ঐ শুকনো কুঁড়িটা হাতে করে নিয়ে বেড়াচ্চিস্।

কানু—হঁ্যা ভাই যমুনা ! বাসি তোড়া গুলো জলের উপর বসিয়ে রাখলে অনেকক্ষন থাকে—না ?

লহু—দেখলি ভাই নেকাম দেখলি ; তোড়া গুল্লো জলে বসিয়ে রাখে বলে, উনি শুকনো কুঁড়িটা জলে বসিয়ে রাখবেন। তুমি ভাই আমার তোড়ার সঙ্গে রেখনা, রাখতে হয় তোমার ঘরে ভাল করে জল দে রাখ গে।

কানু—আমার রাখতে হয় রাখবো, ফেলে দিতে হয় দেবো ; তোমার কি ?

(নেপথ্যে—"আনন্দ রহো ! আনন্দ রহো" ! !)

লহু—প্রহরীরা সব ঘুমুচ্চে না কি ? তুমি বল ভাই "রাগিস্ কেন", বাগানে বসিছি দুদণ্ড কথা কব না, "আনন্দ রহো ! আনন্দ রহো" ! ! (সেলিমের প্রতি) তুমি "চুপ চুপ" কর, আর নারাণসিং বলুগ, "সব ঠিক" তা হলেই হয়েছে।

যমু—আমি সাধে বলি, "তুমি রাগ কেন" ; রাস্তায় কে কচ্চে "আনন্দ রহো" তা প্রহরীরা কি করবে ?

নারা—ঠিকই তো।

লহু—তুমি কর "চুপ, চুপ"।

নারা—আচ্ছা, না রাজকুমারী আমি কথা কব না।

যমু—আচ্ছা, ভোমরা গুলো কেমন করে মধু খায় ?

লহু—এই নাও—ওঁকে বলে দাও, বলি আমার সঙ্গে নাই বা কথা কইলে, যমুনাকে বুঝিয়ে দাও না,—ভোমরা কেন মধু খায়—কাটঠোকরা কেন কাটে ঘা মারে, পাপীয়া কেন ডাকে, পাথরে পাথরে কেন আগুন ওঠে।

কানু—না ভাই, আমি একখানা পাথরে জল বেরুতে দেখেছিলেম, মস্ত পাহাড়—ঝুর, ঝুর, করে জল গড়িয়ে পড়ছে।

(নেপথ্যে—"আনন্দ রহো ! আনন্দ রহো" ! !)

লছ—ঐ নাও ভাই।

সেলি—তুমি বস, আমি প্রহরীদের বল্‌ছি ওকে পাগলা-গারদে দিতে। (প্রস্থান)

নারা—ওতো পাগল না, রাজকুমারী ! ওকে গারদে দিতে মানা করুন।

লছ—না পাগল না ও সাধুপুরুষ, সাধুপুরুষ তো গারদে গিয়ে "আনন্দ রহো" করুগ না ;—সেইখানে ওর "আনন্দ রহো" বেরিয়ে যাবে।

যমু—আহা ! ও পাগল হোক যা হোক, ওতো কারু কিছু করে না।

কানু—আমায় ফুলটী হাতে দিয়ে বল্লে "আনন্দ রহো ! আনন্দ রহো" ! !

লছ—ভাই, অত শোহাগ যদি আমার ভাল না লাগে ; তোমাদের দয়ার শরীর তোমরা এখান থেকে উঠে যাও।

কানু—তুমি ভাই যখন তখন উঠে যাও বলো, সে দিন অম্‌নি যমুনা-দিদি কাঁদছিল।

লছ—তোমার যমুনা দিদিটী কেমন ! সে দিন নারাণসিংহের সঙ্গে কথা কচ্ছিলুম ওঁর আর প্রাণে সইলো না, মাঝখান থেকে এক কথা তুল্লেন ; তাই একটা কথার মতন কথা হক, না "ফুল গুলি আর পাখিগুলি ঠিক এক" ওঁদের পাহাড়ে দেশে বুঝি পাখি পুৎলে ফুল ফোটে ? দেশ তো নয় যেন মরুভূম !

যমু—ভাই, আমার পাহাড়ে দেশ আমারই ভাল, তোমার দিল্লী সহরে ভাই আমার কাজ নাই। (প্রস্থান)

কানু—তা সত্যি তো, যার যে দেশ তার সে ভাল। এই যে তোমার এত গোলাপ ফুল ফুটে রয়েছে আমি কি তা নিচ্চি, আমার এই শুকনো কুঁড়িটীই ভাল। (প্রস্থান)

লহ—না তোমার জন্য এই যে ফুল তুলতে উঠিছি, দাঁড়িয়ে নিয়ে গেলে না ?

নারা—রাজকুমারী ! রাজপুতানার নিন্দে কল্যেন ! আপনি দিল্লীতে এই কুসম-কাননে বসে আছেন, আপনার পিতা বাদসার সেনা-পতি, বাদসা কর্ত্তৃক রাজা ; আরাবল্লী পর্ব্বতের দীন প্রজাও সে সম্মানের প্রার্থনা করে না—হিন্দু-কুল-ভূষণ প্রতাপ ব্যতীত কাহারও আনুগত্য স্বীকার করে না, স্বয়ং বাদসাও তাঁর সৌহার্দ্দ্য প্রার্থনার পত্র লিখেছেন।

লহ—নারাণ, তোমার যে বড় বাড় !.

নারা—না, বড় নিনতা ! আপনি স্ত্রীলোক,———

(প্রস্থান)

(সেলিমের প্রবেশ)

সেলি—লহনা ! তুমি একলা আছ, ভাল হয়েছে। আমি শীঘ্র বাদসা হব তার সন্দেহ নাই, আমার আক্ষেপ কিছুই নাই—কিছুই বাকি থাকবে না ; কিন্তু কার কাছে প্রাণ জুড়াবো—এমন কেউ নেই। লহনা তোমায় ভালবাসি, কিন্তু,—

লহ—আপনি কি বলছেন ?

সেলি—এই বলছি আমার চিত্তের স্থিরতা নাই,—তোমায় আমি প্রাণ অপেক্ষা ভালবাসি—তোমার সঙ্গে দেখা হবে না—তোমায় আর দেখবো না, হায় ! হায় ! যদি প্রস্তর হতে বারি নির্গত হলো, সে বারি মরুভূমি বয়ে যাবে ?

লহ—আপনি কি আমায় ভাল বাসেন ?

সেলি—না ভাল বাসিনি, কে না ভাল বাসে ? তুমি দেবী নও তুমি রাক্ষসী—একবার হারটা পর আমি দেখি, আমার যত্নের সামগ্রী নিতে বিলম্ব কচ্চো, বহুমূল্য হার, বড় সাধ করে কিনেছিলেম আমার যে বেগম হবে তাকে পরাব।

(রুধিরাক্ত কলেবরে বেতালের প্রবেশ)

বেতা—"আনন্দ রহো ! আনন্দ রহো" ! !

(নেপথ্যে "সব ঠিক" "হর হর হর হর হর হর") ।

(লহ—মূর্চ্ছা)

বেতা—বলি হ্যাঁ র‍্যা তুই আমাকে গারদে দিতে বল্লি কেন, তাইতে তো রক্তারক্তি হয়ে গেল, তুই পালা—তোকে ধত্তে আসছে, কেটে ফেলবে ।

সেলি—প্রহরী ! প্রহরী ! ওরে কে আছিস রে ।

বেতা—আবার বুঝি একটা খুনোখুনি করবি, আমি যাই, "আনন্দ রহো ! আনন্দ রহো" ! !

(নেপথ্যে—"সব ঠিক" "হর হর হর")

বেতা—ওই শোন"সব ঠিক"আসছে,পালা—আমি বলি উল্লুক ভাল্লুক সং সেজেছে, তা নয় কাটাকাটি কত্তে সেজেছে তাই কাল বনের ভিতর ছিল, "আনন্দ রহো ! আনন্দ রহো" ! ! (প্রস্থান)

সেলি—(স্বগত) এই তো সুযোগ, এখানে কেউ কোথাও নেই এমন সময় আর হবেনা, সম্মত হোগ বা না হোগ মূর্চ্ছা, এখন তো আর বল করতে পার্ব্বেনা—এ সুযোগ ছাড়া নয় ।

(দুইজন আহত সৈনিকের প্রবেশ)

১সৈন্য—এইখানেই সেই বেটা আছে, এইখানেই "আনন্দ রহো" ডেকেছে ।

সেলি—তোমরা সে পাগ্‌লাকে ছেড়ে দিলে কেন ?

২সৈন্য—সাহাজাদা ! আমাদের কোন অপরাধ নাই, এমন ইদের দিনে যে সর্ব্বনাশ হবে কে জানতো ।

১সৈন্য—আমরা মনে কল্লেম যে ইদের দিন তাই সং সেজে আমোদ করে বেড়াচ্চে, পাগলটাকে নিয়ে আমরা গারদের দোর গোড়ায় গিয়েছি আর "সব ঠিক" বলেই কোপাতে আরম্ভ কল্লে ।

২সৈন্য—শুনলেম জেলের প্রহরীদেরও মেরে ফেলেছে, দুশো সৈন্য কেটে ফেলেছে, সহরে হুলুস্থূল—আর কোথাও কিছু নাই।

১সৈন্য—সাহাজাদা! বলতে ভয় হয় আপনার এ তলোয়ার কোথা পেলে, ভাঙ্গা রাস্তায় পড়েছিল।

সেলি—এ তলোয়ার আমি নারাণসিংকে দিয়েছিলেম।

লহ—(উঠিয়া সেলিমকে ধরিয়া) নারাণ! আমার ভয় কচ্চে।

সেলি—এই যে আমি, লহনা

(নেপথ্যে—"আনন্দ রহো! আনন্দ রহো"!!

ওকে ধর, রাণা প্রতাপের চর।

(সৈনিকদিগের প্রস্থান)

লহ—আমার কোলে করে নাও, আমি চল্‌তে পাচ্চিনি।

সেলি—ভয় কি? (চুম্বন)

(নেপথ্যে—"আনন্দ রহো! আনন্দ রহো"!!)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রাণা প্রতাপের শয়ন কক্ষ।

রাণা প্রতাপ ও মহিষী।

রাণী—হ্যাঁগা, জটা গুলো কাট্‌বে না ?

প্রতা—হ্যাঁগা, চিতোর পাবনা ?

রাণী -চিতোর বুঝি আমার হাতে ?

প্রতা—জটা বুঝি আমার হাতে ?

রাণী—না তোমার মাথায়, তাই কাট্‌তে বল্‌ছি। আমি এক দিন কেটে দেবো, ঘুমিয়ে থাকবে আর একদিন কেটে দেবো।

প্রতা—আর তুমি ঘুমবে না ?

রাণী—হাঁ ও সাজাটা আর বাকি রাখ কেন ? চুল গুলো কেটে দিয়ে বাঁদী সাজিয়ে দাও।

প্রতা—রাজরাণী বুঝি তোমার চুল গুলি ?

রাণী—দেখদিকি কি কথায় কি কথা তুলছো, চুলগুলি বুঝি রাণী !

প্রতা—দেখদিকি তুমি কি কথায় কি কথা তুলছো, জটাগুলো বুঝি খারাপ !

রাণী—খারাপই তো।

প্রতা—চুল গুলো রাণীই তো।

(দুতের প্রবেশ)

কি সংবাদ দানসিং ?

দূত—রাজসভায় যেতে অনুমতি হয়।

প্রতা—আমি যাচ্চি চল।

(দূতের প্রস্থান)

রাণী—যাচ্চো যাও কিন্তু যমুনা কোথা খবর দিতে হবে, দেখদিকি তার বাপ তোমার জন্য মারা গেল।

প্রতা—প্রিয়ে! কেন আর আমায় লজ্জা দাও আমি কোন্ কর্ত্তব্য সাধন কর্‌তে পেরেছি, যবনকে সিংহাসন দিয়ে আপনি কুটীর বাসী, আমার রাজ-রাণী ভিক্ষারিণী, আত্মীয় হত, সৈন্য সামন্তের পরিবার অনাথা, প্রিয়ে তবুও তুমি আমায় জটা কাট্‌তে বল; জটা কাট্‌বো, সে দিন আছে—তোমায় যবে রাজেশ্বরী করবো তবেই জটা কাট্‌ব।

রাণী—নাথ! তোমার প্রেমে আমি রাজ-রাজেশ্বরীর অধিক।

প্রতা—তাইতো আমি ভুলে থাকি, আমি চিতোর হারা!

(প্রস্থান)

রাণী-(স্বগত) হায়! চিতোর যদি পাই, তোমায় সুখী দেখি।

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজসভা।

সভাসদ্গণ ও মন্ত্রী।

১ম সভা—সিংহের প্রতিদ্বন্দ্বী সিংহই হয়।

২য় সভা—বাদসাহ তো কম লোক নন।

মন্ত্রী—এ সন্ধির প্রস্তাবে যে রাণা সম্মত হবেন এমন তো বোধ হয় না।

৩য় সভা—আমার বিবেচনায় এ সন্ধিতে সম্মত হওয়াই উচিত, বল প্রকাশের তো ত্রুটী হয় নাই।

মন্ত্রি—আপনার বিবেচনার সময় মহারাণা এলেই হবে, এক্ষণে আসুন অপর বিষয় পরামর্শ করা যাক্; সন্ধি তো হবেই না, বোধ হয় যবন জয়ী হলো।

৪র্থ সভা—কেন রাণার সন্ধিতে অমতের কারণ? বাদসাহ তো অতি বিনীতভাবে পত্র লিখেছেন।

মন্ত্রি—মহাশয় সে বিষয়ে তর্ক কর্চ্ছেন কেন, আপনারা কি এখন বুঝ্তে পারেননি যে বাদসাহ অতি বিচক্ষণ।

১ম সভা—অতি বিনয়ী, অতি বিনয় পূর্ব্বক পত্র লিখেছেন, "মহারাণার সৌহার্দ্য যাচ্ঞা করি"; বাদসাহ অপরের নিকট কখন কোন প্রার্থনা করেন নাই।

৩য় সভা—রাণা পত্র পেয়েছেন কি?

মন্ত্রি—পেয়েছেন, কপট বিনয়ে দ্বিগুণ অগ্নিবৎ জ্বলে উঠেছেন।

২য় সভা—কপট বিনয় কেন?

মন্ত্রি—আপনি কি জানেন না রাণা সকল সহ্য কর্ত্তে পারেন, মুসলমান আকবার হীন বিবেচনায় দয়া প্রকাশ ক'রবে এ তাঁর অসহ্য। (রাজাকে দেখিয়া) এ কি মূর্ত্তী!

সকলে—কি ভয়ঙ্কর!

(রাণা প্রতাপের প্রবেশ)

প্রতা—কখন যুদ্ধে যাত্রা ক'রবে স্থির কল্লে, আমি প্রস্তুত,—চৈতক নাই হলদি-ঘাটে চৈতককে হারিয়েছি—কিন্তু যে সকল অস্ত্রাঘাতে চৈতকের প্রাণনাশ হয়েছে তার প্রতিফল দিতে পেরেছি কিনা জানি না; এইবার যুদ্ধে—কখন যাত্রা।

মন্ত্রি—মহারাণা!

প্রতা—আমার মতে শুভ কর্ম্মে আর কাল বিলম্ব কি? রজপুত রমণীতো সকলই জানে যে স্বামী যুদ্ধমৃত্যু প্রার্থনা করে।

মন্ত্রি—আর বল ক্ষয়ে আবশ্যক কি?

প্রতা—মন্ত্রি! আমি যদি স্বয়ং কর্ত্তব্য-বিমূঢ় নরাধম না হতেম—তোমার উচিত আমায় উত্তেজনা করা, রজপুতের অসি—বাঁশী নয়।

মন্ত্রি—সভাসদ্গণ সকলেরই মতে,———

প্রতা—কি?

মন্ত্রি—একবার এ বিষয়ে বিচার করা উচিত।

প্রতা—মুসলমানদের সহিত সম্বন্ধ বিচার স্বর্গীয় পিতৃপুরুষেরা বিচার করে গিয়েছেন, আমাদের আর আবশ্যক নাই—চল—ওঠ—আবার রণরঙ্গে মাতি, চৈতক—কি আমার এক চক্ষু তাও অন্ধ হলো নাকি, যথার্থই তোমরা উঠলেনা—ভাল, ভাল মৃত্যুকালে মনকে প্রবোধ দিব যে আমা অপেক্ষা হেয় রজপুত আছে; আকবার সাহ! তুমি

ধন্য,তুমি সিংহের নিকট শৃগালের ভক্ষ পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত রহিলে। হা ! এত অপমান জন্মেও সহ্য করিনি ; রণস্থলে,কি শত্রু কি মিত্র সহস্র সহস্র বীরপুরুষ বীরপুরুষের ন্যায় পড়্‌তে দেখেছি; হায়! সে রণ উল্লাসে আমার মৃত্যু হলো না ; আমায় কেউ গুরু বল, কেউ প্রভূ বল, কি মোহিনীতে আমার এই বুকের শেল তুলতে হস্ত প্রসারণ কচ্চো না—আকবারসাহ ! ধন্য তোমার মোহিনী—দেখ দেখ আমার সর্ব্বাঙ্গ পাণ্ডুবর্ণ হচ্চে, আমার বীর-হস্ত হতে তরবারি খসে পড়ছে।

(নেপথ্যে—"আনন্দ রহো ! আনন্দ রহো" !!)

প্রতা—হা ! আজ আমায় ধর—এ কথা বলবার ইচ্ছা হলো,প্রাণ কি বজ্র হতে কঠিন, যেন ফুলের ন্যায় আমার হৃদপিণ্ড খসে প'ড়ছে।

(নেপথ্যে—"আনন্দ রহো !!—আনন্দ রহো" !!!)

(বেতালের প্রবেশ)

বেতা—হ্যাঁরে ! রাগ করিছিস্, তুই গাঁজা ছিলেমটা ফেলে এলি কেন রে।

সভাগণ—কে এ বেটা, মেরে তাড়াও একে। (প্রহার)

বেতা—"আনন্দ রহো ! আনন্দ রহো" !! কিন্তু গাঁজা দিতে হবে, আমিও মেরেছিলেম গাঁজা দিয়েছিলুম।

[প্রহরীগণের দূরীকরণের চেষ্টা ও প্রহার]

বেতা "আনন্দ রহো ! আনন্দ রহো" !! এইবার তার মতন হয়েছে, তবে নাশালা তার মতন বলতে পারব না।

প্রতা—উত্তম,উত্তম ; রজপুত বাহু দুর্ব্বল পীড়নের নিমিত্তই বটে; রমনী বলাৎকার, স্ত্রীহত্যা, শিশুহত্যা, ব্রহ্মহত্যা, ভ্রূণহত্যা পর্য্যন্ত এখন দেখতে বাকি।

বেতা—আরে কথা শোনেনা,আর কি আমায় মারতে পারবি ?"আনন্দ রহো ! আনন্দ রহো" !! [বেতালের প্রস্থান]

মন্ত্রি—প্রহরী! এ পাগ্‌লাটা কমেন থেকে এল ?

প্রতা—মন্ত্রি! ও পাগল, ও এই নিরানন্দ ধামে আনন্দ রব তুলতে এল, তোমরা ওকে মেরে তাড়ালে—আবার "আনন্দ রহো" বলতে বলতে চলে গেল ॥

(নেপথ্যে—হি হি হি হি, আমি আবার আস্‌বো, আজ নয়—গাঁজা ছিলেমটা খেলেনা কেন দেখিগে।)

[বেতালের পুনঃ প্রবেশ]

বেতা—মনটা কেমন খুঁত মুত কচ্চে, কেন খেলেনা জিজ্ঞেস করে আসি, "আনন্দ রহো! আনন্দ রহো"!!

[প্রস্থান]

প্রতা—মন্ত্রি, কে ও আমার এ অবস্থায় বল্লে "আনন্দ রহো"! ওকে ওর আনন্দ গান কত্তে বল।

[মূর্চ্ছা]

মন্ত্রি—ওরে সর্ব্বনাশ হলো!

[প্রতাপকে লইয়া সকলের প্রস্থান]

[বেতালের প্রবেশ)

বেতা—কৈ কেউ কোথাও যে নেই।

(কাঁদিতে কাঁদিতে একজন মল্ল ও একজন খঞ্জের প্রবেশ)

বেতা· "আনন্দ রহো! আনন্দ রহো"!!

মল্ল—নিশ্চয় বেটা জাদুকর, বাধ বেটাকে ॥

খঞ্জ—না সন্ধান নাও, ও বোধ হয় আকবরের কোন চর হবে, তার পর ধরলে—বুঝলে কিনা।

মল্ল—ঐ দেখ ভাই তোকেও যাদু করে—করে—করেছে, তুই কি আবল তাবল বকচিস্‌ ॥

খঞ্জ—ওরে নারে, কৈ দেখ্‌না—জিজ্ঞাস করনা—খবর দেবো—টাকার আণ্ডিল।

-ঐ

খঞ্জ—আরে মজা হবে এখন জিজ্ঞাস করনা, মুসলমান—টাকা—চর —চর।

মল্ল—তুই বেলকোপনা ছাড়তো, আমার একে ভয় কচ্চে।

বেতা—"আনন্দ রহো! আনন্দ রহো"!!

খঞ্জ—আরে পাগল কে, পাগল নাকি, ওরে ধররে—ধল্যে মজা আছে।

মল্ল—না ভাই অমন কর তো তোমার সঙ্গে দাঙ্গা হবে, তুমি যে সিদনে অশথ তলায় ভয় পেয়েছিলে আমি কি তোমায় অমনি করে ভয় দেখিয়েছিলুম।

খঞ্জ—আরে সে নয় এ ঢিল পড়েছিল, মুসলমান—পা খোঁড়া—ধর ভাই—জিজ্ঞাস কর—পালাবে ভয় পাইনি—অনেক টাকা পা খোঁড়া—বুঝলিনি।

মল্ল—ওমা কি বলে গো।

বেতা—"আনন্দ রহো! আনন্দ রহো"!!

মল্ল—বাবা রে।

খঞ্জ—ওরে ধর রে, কি করবো পা খোঁড়া, ওরে ধররে—ওরে যায়রে—ওরে মুসলমান—ওরে যায়রে।

মল্ল—ও বাবারে।

বেতা—"আনন্দ রহো! আনন্দ রহো"!!

মল্ল—ওরে গেলুমরে। (মূর্চ্ছা)

বেতা—(খঞ্জের নিকট গিয়া) "আনন্দ রহো! আনন্দ রহো"!!

খঞ্জ—(বেতালের হস্ত ধারণ) এইবার পেয়েছি।

বেতা—"আনন্দ রহো! আনন্দ রহো"!!

খঞ্জ—আরে পা খোঁড়া, দাঁড়া।

বেতা—"আনন্দ রহো! আনন্দ রহো"!!

(খঞ্জকে ফেলিয়া প্রস্থান)

খঞ্জ—ওরে আমিও পড়ে গেছি, ওঠ্‌না; গেলরে—বড় কোমরে লেগেছে।

(দুইজন সেনানায়কের প্রবেশ)

১ম সেনা না—আহা বীরের হাতে অসি বুঝি এত দিনে খসলো।

২য় সেনা না—আকবার! তুই সুধা পাত্রে গরল পাঠিয়েছিলি।

১ম সেনা না—ফুলের দ্বারা যে বজ্র বিদীর্ণ হওয়া সম্ভব তা আজ আমার ধারণা হলো; আহা! যে সংবাদে রাজ্যে আনন্দ উৎসব হয়েছিল সে সংবাদে এত নিরানন্দ হবে, কে জানতো।

(নেপথ্যে—"আনন্দ রহো! আনন্দ রহো"!!)

খঞ্জ—ঐরে—ধর রে—কোমরে ব্যথা রে—পড়ে গেছি রে।

২য় সেনা না—আহা! রজপুতসভায় কি একজন বলতে পাল্লেনা যে "মহারাজ যুদ্ধে চলুন আমি আপনার সাথি"। আহা! তা হলে সে ভস্ম হৃদয়ে এক বিন্দু বারি পড়তো।

১ম সেনা না—আমি এই অশ্রুবারি দিই, যদি কিছু শীতল হয়; ভাইরে, হলদি ঘাটের যুদ্ধে রাণাশিরোলক্ষিত তলোয়ার আমার ললাটে মুকুট পরিয়ে দিয়েছি; ভাইরে, সে রাজাকে কি আর যুদ্ধ ক্ষেত্রে দেখতে পাব না।

খঞ্জ—আরে বলি শোন্‌না, সে যা হবার তা হবে; কোমর ভেঙ্গে গিয়েছে।

(নেপথ্যে—"আনন্দ রহো! আনন্দ রহো"!!)

খঞ্জ—আরে বলি শোন্‌না, এখনো যায় নি।

২য় সেনা না—একি তুমি এমন করে পড়ে রয়েছ কেন?

খঞ্জ—কোমর ভেঙ্গে গেছে, ধর।

১ম সেনা না—মন্ত্রি মহাশয়কে বলা যাক আসুন, যুদ্ধ ঘোষণা দিন। আমরা দিল্লীতে যুদ্ধে যাই, এ সংবাদে রাণা আরগ্য লাভ কল্লেও কত্তে পারেন। সে বজ্র হৃদয় যখন ফুলে ভেঙ্গেছে, তখন ঘোর রণরঙ্গে, সিংহনাদ বজ্রনাদে তূর্য্যনাদ অরির হৃদিভেদি আর্ত্তনাদে

রজপুতের ব্রহ্ম-রন্ধ্র-ভেদী সিংহনাদ, শৃগাল ত্রাসক রুধির স্রোত ঘুর্ণবায় স্তম্ভিতকর অরির হাহাকার ধ্বনি মিশ্রিত দুন্দুভি নিনাদে আসন্ন জয়োল্লাস; আকবার যদি পুনর্ব্বার সিংহের নিকটে সিংহের ভেট পাঠায় তা হলে বজ্র যোড়া লাগে, নচেৎ বজ্র কুসুমেই ভেদ হবে। রাণা প্রতাপকে দয়া প্রকাশ! বজ্র ভেদ হবেই তো।

(নেপথ্যে ‘‘আনন্দ রহো!—আনন্দ রহো’’!!

খঞ্জ—ঐ যে মশাই ধরুণ, ঢের টাকা—রাণা প্রতাপ মলোই বা—ঢের টাকা।

২য় সেনা না—হা অভাগা পাগল! এ পাগলাটা বলছে দেখ্ছো, বলে রাণা প্রতাপ মরে মরুগ।

১ম সেনা না—ওকে কেটে ফেল, হলোইবা পাগল; রক্ষী একে গারদে নিয়ে যাও।

(নেপথ্যে—“না না মরেনি”)

২য় সেনা না—আর এদিকে এক কাপ দেখ।

(খঞ্জের প্রস্থান)

মল্ল—ও বাবারে, একটা নয় দুটোরে!

(নেপথ্যে খঞ্জ—ভয়—গেল—ধরিছিলুম—পড়ে গেলুম—টাকা।)

২য় সেনা না—একি! এ মূর্চ্ছা গেছে নাকি!

১ম সেনা না—আহা যাবেইতো, রজপুতের প্রাণ!

(নেপথ্যে—“আনন্দ রহো! আনন্দ রহো”!!)

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয়অঙ্ক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজপথ।

(প্রজাগণ, খঞ্জ, মল্ল, সেনানায়ক ও অপর লোক)

১ম প্রজা—হায়! হায়! কি হলো!

২য় প্রজা—গরিবের মা বাপ গেল!

৩য় প্রজা—পৃথিবী বীর শুন্য হলো, শিব! শিব! শিব!

বালক—ওমা তুই কাঁদছিস্ কেন?

১ম স্ত্রী—ওরে বাবা, আমার বাবা বুঝি যায়!

বালক—তোর বাবা কে মা?

বেতা—"আনন্দ রহো! আনন্দ রহো"!!

খঞ্জ—ওরে ধর—টাকা—ধর, আর গারদে পুরিসনে, আর গারদে পুরিসনে, আমি পালিয়ে এসেছি, টাকা—টাকা—কাম্ড়ে ধর্লে হতো। (নিজ হস্ত দংশন)

বেতা—"আনন্দ রহো! আনন্দ রহো"!!

মল্ল—ও বাবারে, একটা নয় দুটো!

বেতা—"আনন্দ রহো! আনন্দ রহো"!!

(মল্ল—মূর্চ্ছা।)

(দুইজন সেনানায়কের প্রবেশ)

১ম সেনা না—কি বল্লে দেখ্তে পাই কিনা? ওঃ বীর কুল চূড়ামণি!

বেতা—ওরে গাঁজা খাস্‌নে কেন?

১ম সেনা না—সরে যা।

বেতা—না তুই না; "আনন্দ রহো! আনন্দ রহো"!

২য় সেনা না—বেল্লিক বেটা, আবার সামনে পড়ে। (বেত্রাঘাত ও প্রস্থান)।

বেতা—না তুইও না; "আনন্দ রহো! আনন্দ রহো"!! উঃ বড় জ্বলছে! তা মারলুম না কেন?—একবার চড় মেরে তো দেশে দেশে গাঁজা নে বেড়াচ্ছি; ওদের দুজনকে নিদেন পক্ষে কত মার্‌তে হতো,—অত ঘুর্‌তে পারিনে—পা ধরে গেছে। "আনন্দ রহো! আনন্দ রহো"!! ঐ নাও, "আনন্দ রহো"! খারাপ হয়ে গেছে, বস্‌তে দেলে না; চল্লুম—জিজ্ঞাসা করিগে কেন গাঁজা খেলেনা। "আনন্দ রহো! আনন্দ রহো"!!

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

মণ্ডপ।

(প্রতাপ, মহিষী, নারাণ, যমুনা, কানুন।)

প্রতা—(নারাণসিংহের প্রতি) তোমার পিতা আমার মস্তক হতে ছত্র নিয়ে হল্‌দিঘাটের যুদ্ধে প্রাণ দিয়ে আমার প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন, সে ঋণ পরিশোধ কর্ত্তে পারি নাই; আর তুমি আমার নিমিত্ত মানসিংহের দাসত্ব স্বীকার করেছ, তুমি আমার সম্মুখে থেকো। তোমার মুখ দেখ্‌লে আমার তাপিত প্রাণ শীতল হয়। কি বল্লে—যে দিন সন্ধির পত্র রওনা হলো সেই দিন দিল্লীতে মোগল সেনা আক্রমণ কর্‌লে? ক্ষত্র কুলোত্তমমহাত্মা রাণার হাত থেকে অসি খসে গিয়েছে, রাণা বনবাসী!—এ রজপুত দস্যুর আর কি আছে, তুমিও একজন রজপুত দস্যু, আমার বল নাই তুমি এসে কোল নাও।

নারা—প্রভু! আমার আর কেউ নাই, কোল দিলেন পদধুলি দিন; যেন এ ঋণ শোধ দিতে পারি।

প্রতা—তোমার পিতার ন্যায় তোমার গৌরব আরাবল্লির প্রতি প্রস্তরে প্রতিধ্বনিত হউক।

নারা। প্রভু প্রদত্ত এই অসি হস্তে মৃত্যু, গুরুর চরণে লহরী-মোহনের এই প্রার্থনা।

প্রতা—তোমার বীর বাসনা পূর্ণ হউক। যমুনা তুমি আমায় দেখ্‌তে এসেছো, তোমার মাতুল তো রাগ কর্ব্বেন না? হল্‌দিঘাটের যুদ্ধে তোমার মাতুল আমার বক্ষে ভল্ল লক্ষ্য করেছেন তোমারি পিতা বুক পেতে নিয়েছেন, সে ঋণ যতদূর পারি পরিশোধ করি, তোমার পিতৃ সম্পত্তি ফিরিয়ে দিতে পার্‌লেম না ; কিন্তু নব অর্জ্জিত ঘোলা সহরে তুমি অধিশ্বরী হও, অন্য আশীর্ব্বাদ কি কর্ব্বো, তোমার পিতার ন্যায় তোমার পুত্র হউক।

যমু—আর আশীর্ব্বাদ করুন যে সূর্য্যবংশীয় রাণার কার্য্যে প্রাণ-দানে পরলোক গমন করে।

প্রতা—মা তুমি বীরাঙ্গণা! বীর-প্রসবিণী হও। মা কানুন তুমি তোমার দিদির কাছে থেকো, আশীর্ব্বাদ করি উপযুক্ত স্বামী হউক, উপ-যুক্ত পুত্র হউক, অধিক আর কি বল্‌বো।

(নেপথ্যে—"আনন্দ রহো! আনন্দ রহো" !!)

প্রতা—কেউ ওকে ডাক, দেখ যদি কোন রকমে আন্‌তে পার ; ও আমায় "আনন্দ রহো" শোনায় কেন? প্রিয়ে! তোমায় কিছু বল্‌বো না, তোমার সঙ্গে কথা ফুরোবার নয়, তোমার মুখখানি আমার হৃদয়ে ফুরবার নয়, ও মুখখানি আমি রণে বনে অন্তরের অন্তরে দেখেছি, ভোজনে দেখেছি, সুখশয্যায় শয়নে দেখেছি, এখন দেখ্‌চি, প্রিয়ে কথা ফুরোবার নয়।

রাণী—নাথ! এমনি করে চুল কেটে আমায় দাসী কল্লে।

প্রতা—প্রিয়ে! তবু জটা মুড়াতে পার্‌লেম্‌ না। আত্মীয় স্বজন আমি যারে যারে দেখিনি আমার সম্মুখ দিয়ে যাও আমি দেখি ; শক্তি নাই কোল দিতে পার্ব্বোনা, আনত হাত থেকে অসি পড়ে গিয়েছে!

(নেপথ্যে—"আনন্দ রহো!!—আনন্দ রহো" !!!)

ওকে ডাক্‌তে গিয়েছে?

রাণী—আমি পাঠিয়েছি।

প্রতা—মহিষী তুমি কে? আমি যুদ্ধে উঠ্‌তে বলিছি—যারা আমার জন্য অকাতরে শোণিত ব্যয় করেছে তারা উঠ্‌লো না—মন্ত্রি! তোমার মনে এই ছিল! আমি তো হল্‌দি ঘাটের পর অর্থ হীন দীন হয়েছিলেম, কেন তুমি তোমার সমুদয় অর্থ দিয়ে প্রলোভন দেখিয়ে, কেন তুমি আমায় আবার রণ-রঙ্গে মাতালে? ওঃ! রাণা বংশে তাচ্ছল্য, যবনের—যবনের তাচ্ছল্য কেন হল্‌দি ঘাটে কি ভল্লের পরিচয় দিইনি।

মন্ত্রী—মহারাণা! ক্ষান্ত হউন, অপরাধীর শাস্তি দিন, আবার উঠে বলুন যুদ্ধে চ, দেখুন আপনার সভাসদ যুদ্ধে যায় কিনা। সে দিন আপনার ভৈরব মূর্ত্তী দেখে ভয় পেয়েছিলেম তাই উঠ্‌তে পারি নাই কিন্তু যখন এ মূর্ত্তী দেখে এখনও দাঁড়িয়ে আছি তখন অধিকতর ভীষণ মূর্ত্তীতে ডাক্‌লে আপনার সভাসদ ভয় পাবে না; মন্ত্রীর সতর্কতায় ভয় পায় কিনা জানি না। হায়! হায়! সতর্ক হয়ে কি রাজশ্রীই দেখলেম্‌!

(বেতালের প্রবেশ)

বেতা—(দ্বিতীয় নায়কের প্রতি) ওরে তুই এখানে এসেছিস্‌, আময় ডেকে পাঠিয়েছিস্‌, ভাগ্যিস্‌ রাস্তায় বোসে নেই, তা হলে তো তোর সঙ্গে দেখা হতোনা। আমি যার তোর জন্যে এই দেখ গাঁজা ছিলিমটা নিয়ে বেড়াচ্চি—বড় লেগেছিল না—তা গাঁজা ছিলিমটা খেলিনে কেন?

২য় নায়—তা দে।

বেতা—(গাঁজা প্রদান) দুজনে খাস, "আনন্দ রহো! আনন্দ রহো"!! তোরে ক ঘা চড় মেরেছিলুম, মার্ব্বি, আমি "আনন্দ রহো"! বল্‌বো এখন; রাগ করিস্‌ নে—ও একটা হয়ে গেছে—মারিস্‌ তো মার নইলে যাই।

প্রতা—"আনন্দ রহো"! তুমি এ দিকে এস, তোমার আনন্দ আমায়

একটু দাও, আমি এই নিরানন্দ রজপুতধাম আনন্দময় করি।

বেতা—(প্রতাপের প্রতি) ওরে তুই যে রে ! (রাণীর প্রতি) তোমায় আমি চিনিনে। (প্রতাপের প্রতি) তোর সে কাবুলের পোশাকটা কোথায়, তোর মনে আছে তো, পেট দম্ সম্ হয়ে শুয়ে পড়ে আছি তুই আমায় গাঁজা খাওয়ালি, বল্লি—ভুলিয়ে দিলি কেন ? আঃ !—“আনন্দ রহো” !

প্রতা—তুমি সাম্‌নে এস না।

বেতা—তোর মুখ দেখলে আহ্লাদে “আনন্দ রহো” ! ভুলে যাই ; দাঁড়া, আমি “আনন্দ রহো” ! একশোবার—দুশোবার—হাজার বার বলি, তার পর তোর সাম্‌নে যাই।

প্রতা—না ভুল্‌বে না, মনে করে দেবো এখন।

বেতা—আরে না, ভুল্লে মুস্কিল হবে বলছি।

প্রতা—আমি মনে করে দেবো।

বেতা—আচ্ছা কি বলবি বল ; আচ্ছা বল দেখি “আনন্দ রহো” !

প্রতা—“আনন্দ রহো” !

বেতা—হাঁ হাঁ বেশ বেশ, কিন্তু তেমনটী হলোনা। ওরে তোর এমন চেহারা হয়ে গেছে কেনরে, তুই “আনন্দ রহো” বল, শিগ্যির শিগ্যির বল—চেঁচিয়ে না বলতে পারিস—মনে মনে বল।

প্রতা—প্রিয়ে ! তোমার মুখখানি নিচে আন, আর অত দূর থেকে দেখতে পাচ্চিনে।

বেতা—ও তোর কে ? তুই “আনন্দ রহো” বল।

প্রতা—ভাই ! তুমি বল আমি শুনি।

বেতা—আস্তে বলি কেমন ? “আনন্দ রহো ! আনন্দ রহো” ! !

প্রতা—আচ্ছা তোমায় জিজ্ঞাসা করি তুমি “আনন্দ রহো” ! বল কেন ?

বেতা—তুই যে শিখিয়ে দিয়েছিলি।

প্রতা—যদি আমি তোমায় "আনন্দ রহো" শিখিয়ে থাকি, তুমিও আমায় "আনন্দ রহো" একবার শোনাও—হায়! আমি কি দয়ার পাত্র! আকবারের দয়ার পাত্র! বাহু তুমি আর উঠবে না! সেই দিন শেলাঘাতে তো পদ অকর্ম্মণ্য! প্রিয়ে! এ যাতনাতেও সে যাতনা মনে পড়ছে; কানের কাছে মুখ আন, কানের কাছে মুখ আন, জিভ ও বুঝি যায়—ভাই "আনন্দ রহো"!—প্রিয়ে! এইবার——

বেতা—ওরে তুই যেই হোস "আনন্দ রহো"! বল্‌তে বল্; নইলে আমি বলি, "আনন্দ রহো! আনন্দ রহো"!!

প্রতা—প্রিয়ে! তৃণে বজ্র ভেদ হলো।

রাণী—তাই কি এই তৃণের উপর বজ্রাঘাৎ করছো!

প্রতা—প্রি—ই—ই—ই—য়ে— য়ে———

বেতা—"আনন্দ রহো"! বল্‌তে বল্, বল্লিনে?

সকলে—ওঃ!!! (দীর্ঘ নিশ্বাস)।

বেতা—আচ্ছা—"আনন্দ রহো! আনন্দ রহো"!!

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

দরবার।

(আকবার, মানসিংহ, নারাণসিংহ, মোগল, ওমরাও, মন্ত্রী ইত্যাদি।)

আক—মহারাজ মান! আপনার ভুজবলে সুমেরু হতে কুমেরু পর্য্যন্ত আবদ্ধ, আপনার মন্ত্রণা কৌশলে আমি সেই শৃঙ্খল অনায়াসে ধারণ করে আছি, যোগ্য পুরস্কার আমি কি দিব?—আপনার সারদ-কৌমুদীর ন্যায় বিস্তৃত গৌরবে সহস্র বদনে উল্লাস ধন্যবাদই আপনার পুরস্কার। এই তরবারি আপনি গ্রহণ করুণ, আমি এ তরবারি নিত্য পূজা করি।

মান—শিরোপা শিরোধার্য্য! আমার হস্তে এই ভুবন-পূজ্য তরবারি বাদসাহের রিপুর ভয় বর্দ্ধন কর্ব্বে সন্দেহ নাই; রাণা জীবিত থাক্‌লেও সতর্কের সহিত এ অস্ত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত কর্‌তেন।

নারা—শৃগাল! কুলাঙ্গার! যবনভৃত্য! যবন শ্যালক! গুরুদেবের নিন্দা! (অসি নিষ্কাসন)।

(চতুর্দ্দিক হইতে নারাণকে মারিতে অসি উত্তোলন)

আক—স্থির হও রজপুত, নিদ্রিতের প্রতি অস্ত্রাঘাৎ কি তোমার গুরুদেবের শিক্ষা? মানসিংহ যুদ্ধার্থ প্রস্তুত নয়।

নারা—মানসিংহ কুলাঙ্গার।

আক—অস্ত্রপ্রভাবে রজপুত পরিচয় দিতেও পরাঙ্মুখ নন।

ওম—আপনার গুরু জিবীত নাই নচেৎ হল্‌দিঘাটে—

আক—অনধিকার চর্চ্চায় প্রাণ দণ্ড হবে। রজপুত! যদি ইচ্ছা হয় আমার বক্ষে তুমি অস্ত্রাঘাৎ কর, রক্ষার্থে একটী অসিও নিষ্কোসিত হবে না।

নারা—আমি যোদ্ধা, নরঘাতী নই।

(নেপথ্যে "আনন্দ রহো!—আনন্দ রহো" !!)

আক—তবে আমার সঙ্গে এস। (নারাণ ও আকবারের প্রস্থান)

২য় ওম—মহারাজ মান! আপনার ভৃত্য না?

মান—বাদসাহের তো পরিচিত দেখ্‌লেম।

১ম-হি-ওম—অতিথের প্রতি রূঢ় বাক্যও নিষেধ।

(কতিপয় প্রহরী বেষ্ঠিত বেতালের প্রবেশ)

১ম প্রহ—মহারাজ মান! গত বৎসর যে প্রতাপের সৈন্য দিল্লীতে উৎপাত করেছিল এই ছদ্মবেশী "আনন্দ রহো" তার মধ্যে একজন।

১ম-মো-ওম—প্রহরী তোম্‌রা তো খুব সতর্ক, অনধিকার চর্চ্চা করনি, বিদ্রোহী জেনেও বাঁদোনি।

২য় প্রহ—রাণা প্রতাপের লোককে বাদসার আজ্ঞায় পীড়ন নিষেধ।

১ম-মো-ওম—অনধিকার চর্চ্চা——

মান—এরেও বা খাস মহলে নিয়ে যাবার আজ্ঞা হয়।

বেতা—"আনন্দ রহো! আনন্দ রহো" !!

(দুইজন রক্ষকের প্রবেশ)

রক্ষ—বাদসার আজ্ঞায় দরবার ভঙ্গ হয়।

মন্ত্রী—আচ্ছা একে এখন গারদে রাখ, পীড়ন করোনা, কি জানি যদি বাদসার পরিচিত হয়। আমি বাদসাকে সংবাদ পাঠাই পরে যেরূপ আজ্ঞা হয় সেইরূপ হবে।

বেতা—"আনন্দ রহো! আনন্দ রহো" !! (সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কক্ষ।

(আকবার ও নারাণসিং।)

আক—আপনি যদি অনিচ্ছুক হন, আপনার পরিচয় আমিই দেবো। আপনি মৃত বীরপুরুষ ঝাল্লার সর্দ্দারের পুত্র, আপাততঃ মানসিংহের দাস এ কথা ভাণ; যমুনা বা লহনার প্রেমে আবদ্ধ—আপনার চিত্ত তুমি আপনিই জাননা আমি জান্‌বো কি করে—এক্ষণে বাদসা আকবারসার সম্মুখীন, যদি ইচ্ছা করেন বাদসার সহোদরের ন্যায় দক্ষিণ পার্শ্বে বস্‌তে পারেন।

নারা—সে সম্মান প্রার্থী নই, আচ্ছা আমার পরিচয় আপনি কিরূপে অবগত হলেন ?

আক—যদি ইচ্ছা করেন তো রাণা মৃত্যুকালে যে কথা বলেছেন আমার সংবাদ দাতার নিকট শুন্‌তে পারেন।

নারা—যদি অনুগ্রহ করে সংবাদ দাতাকে ডাকান, সে কুলাঙ্গারের মূর্ত্তী আমি একবার দেখ্‌তে চাই।

(নেপথ্যে—"আনন্দ রহো ! আনন্দ রহো" !!)

আক—ঐ আমার সংবাদ দাতা।

নারা—ঐ পাগল আপনার চর !

আক—আপনিও আমার একজন চর।

নারা—বাদসাহের ভ্রম হচ্চে।

আক—না গত বৎসরের কথা মনে করে দেখ, যেদিন তোমার সেনারা দিল্লী আক্রমণ করে বাদসার প্রাণ রক্ষা কিরূপে হলো বল্‌তে পার; পার্‌বে না—আমিই বল্‌ছি; রেসবৎ সিংকে চেন, সেদিন স্বয়ং আকবরসাহই রেসবৎসিংহ। মানসিংহের প্রাণনাশের নিমিত্ত সেই ভাণ; মানসিংহের দাসীর ভ্রাতাকে মনে আছে? (দাড়ি গোঁপ পরিয়া) এই দেখ কেবল পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন বাকি।

নারা—বুঝ্‌লেম আপনি বহুরূপী, কিন্তু মানসিংহকে বধ করবার আপনার অভিপ্রায় কেন?

আক—আপনি যেরূপ বীরপুরুষ চিত্তচর্চ্চায় সেরূপ দক্ষ নয়। যখন রাজা মানকে আমি তরবারি দিলেম রাজা মান কি উত্তর কল্লেন স্মরণ আছে, যে অস্ত্রের দ্বারা তিনি ত্রিভুবন পরাজয় করিবেন, অন্তরের ভাব মুখে ব্যক্ত হয় নাই—বাদসাহও সম্মুখীন হতে সাহসী হবেন না।

(প্রহরীর সহিত বেতালের প্রবেশ)

বেতা—"আনন্দ রহো! আনন্দ রহো"!!

আক—আজ অবধি এ ব্যক্তির কোন স্থানে যাবার বাধা নাই এ কথা যেন দিল্লীর সকলেই অবগত থাকে। (প্রহরীদের প্রতি) তোমরা যাও; "আনন্দ রহো"! বসো।

বেতা—ওরে দাড়া, তোর যে বেস ঘর রে, আমি দেখি দাঁড়া।

নারা—ভাল বাদসাহর প্রয়োজন কি জান্‌তে ইচ্ছা করি।

আক—তোমার সহিত সৌহার্দ্দ্য।

নারা—তাতে ফল।

আক—তোমার সাহস আমার বুদ্ধির দ্বারা চালিত হউক, উভয়ে সাম রাজ্য ভোগ করি। যখন আমার তোমার ন্যায় সাহস ছিল তখন এ প্রবীণ বুদ্ধি ছিলনা; প্রবীণ বুদ্ধির সহিত সে সাহস নাই।

নারা—কি কার্য্যের অনুমতি করেন।

আক—মানসিংহ তোমার শত্রু সম্মুখ যুদ্ধে বধ কর।

নারা—আকবারসাহ আমি আপনার ক্রুতদাস,হৃদয়-বন্ধু! ভাল সম্মুখ যুদ্ধ কিরূপে ঘটনা হবে?

আক আমি সভায় তোমার পরিচয় দিয়ে প্রচার কর্ব্বো যে মানসিংহের কন্যার নিমিত্তে তুমি বাতুল, দাসত্ব পর্য্যন্ত স্বীকার করেছ; লহনাও তোমায় ভাল বাসে কেবল মানসিংহ সে বিবাহে প্রতিরোধী, এই নিমিত্ত তুমি মানসিংহকে সম্মুখ যুদ্ধে চাও। প্রাণভয়ে ভুবন-বিজয়ী রাজা মান তোমার সম্মুখীন হয় না।

নারা—যদি পাগলই ঘোষণা কর্লেন তবে যুদ্ধ হবে কেন?

আক—আমি পাগল বল্বো কিন্তু সংঘটন বড় পাগ্‌লাম নয়। সকলেই অবগত আছে যে বিনা রক্ষকে তোমার সহিত লহনা কালী দর্শনে গিয়েছিল, নারাণসিং রাজপুতানায় লহনা ও যমুনাকে আন্‌বার নিমিত্ত রাজপুতানায়, এ পাগল ঝাল্লার বংশধরের বিরুদ্ধে মানসিংহকে অসি মোচন কর্‌তেই হবে।

নারা—আপনার মিথ্যার জন্য আপনি দায়ী!

আক—মিথ্যা নয়, একটা ভুল মাত্র লহনা অর্থে যমুনা।

নারা—আপনি কি পিশাচ সিদ্ধ।

আক—হাঁ মানসিংহ আমার গুরু—

নারা—সে কিরূপ।

আক—মানসিংহই আমাকে উপদেশ দেন, যে প্রজার বিষয় আমি কিছু জানিনা। পরে প্রথম শিক্ষা পেলেম্ যে আমি বাদসা তাঁর ভুজবলে; মূর্খ,দাম্ভিক, দ্বাদশ বর্ষীয় বালকের পাঠান বিরুদ্ধে অস্ত্র চালনা যদি দেখ্‌তিস্ তো এ দম্ভ তোর হৃদয়ে স্থান পেতোনা।

নারা—ভাল আমায় আপনি বিশ্বাস কর্‌লেন আমি যদি এ কথা প্রকাশ করি।

আক—দিল্লীশ্বরো বা ! জগদীশ্বরো বা ! তিনি কি এ কাজ কর্‌তে পারেন ! রাণা প্রতাপের অনুচর রাজা মানের সহিত বিচ্ছেদ ঘটবার অভিপ্রায় এই ঘোষণা করেছে। বাদসা কি দয়াশীল ! ! এখনও তার প্রাণ বিনাশ করেন নাই। হা ! হা ! দয়ার প্রভাব দাম্ভিক রাণা পর্য্যন্ত অনুভব করে গিয়েছে।

নারা—কি ?

আক—ক্রোধের প্রয়োজন নাই আপনি কি যুদ্ধ চান না।

নারা—ভাল যুদ্ধ সংঘটন হউক পরের কথা পরে।

আক—দিল্লীর সুখ ভোগ।

নারাণ—(হঠাৎ নিম্নে অবতরণ) এ কি !

আক—আপাততঃ বন্দি।

বেতা—"আনন্দ রহো ! আনন্দ রহো" ! !

আক—দেখো তোমার যেখানে ইচ্ছা সেখানে যেও। সেই তোমায় যে "আনন্দ রহো" বলেছিল সে অমনি শুয়ে পড়ে রইলো আর তুমি "আনন্দ রহো" ! বল্‌তে লাগ্‌লে।

বেতা—আমার আবার কান্না পায়, তুই ও কথা বলিস্‌নি, কান্না যদি না পেতো আমি "আনন্দ রহো" বলতুম সে শুনতে পেতো।

আক—তুমি এই আংটীটি নাও, যেখানে যাবে এই অংটীটি দেখালে কেউ কিছু বলবে না।

বেতা—দেতো (আংটী লইয়া) এ রাখ্‌বো কোথা।

আক—আঙ্গুলে পর, দেখ রোজ তুমি সকালবেলা এসে যেখানে যা শুন্‌বে বলে যাবে।

বেতা—আর আমি "আনন্দ রহো" বল্‌বো আর তুই বল্‌বি "আনন্দ রহো"। হাঁ, হাঁ, বেস মজা হবে, দেখ তুই একবার ওঠতো আমি ঐখানে বসি।

(আকবারের উত্থান)

বেতা—(আংটি দেখাইয়া) এটা কি ভাই ? এ কার ভাই ? (অন্য মনে সিংহাসনে পদ উত্তোলন)।

আক—কেন ? এই যে আমি তোমায় দিলুম।

বেতা—না ভাই ! আমি নেবোনা আমার বড় ভাবনা হচ্চে, (আংটি ফেলিয়া দিয়া) আমায় কেউ কিছু বলোনা "আনন্দ রহো ! আনন্দ রহো" ! ! (প্রস্থান)

(ঘাতকের প্রবেশ)

ঘাত—যোধা বাইয়ের চরকে মেরে ফেলেছি !

আক—মোহর কৈ ?

ঘাত—জাঁহাপনা ! (নিম্নে গমন করিতে২) আমার অপরাধ নাই, আমার অপরাধ নাই।

(একজন অনুচরের প্রবেশ)

অনু—যেস্থান পুড়িয়ে দিতে বলেছিলেন তা দিয়ে এসেছি। (প্রস্থান)

(কোতয়ালের প্রবেশ)

কোত—এ ঘর জ্বালান অপরাধে কোন কোন বন্দির দোষ সাব্যস্ত হবে ?

আক—(পরিচ্ছদ দেখাইয়া) প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ; সংখ্যার সে সময়ে তাদের এই এই পরিচ্ছদ ছিল যেন সাব্যস্ত হয়॥

(কোতয়ালের প্রস্থান)

(বেতালের প্রবেশ)

বেতা—"আনন্দ রহো ! আনন্দ রহো" ! ! (মোহর দেখাইয়া) এটা কার বলতে পারিস্ ?

আক—ও আমার, দাও তুমি, এ পেলে কোথায় ?

বেতা—রাস্তায় একজন শুয়েছিল গাঁজা খেতে পায়নি আমি গাঁজাটী সেজে "আনন্দ রহো" ! বলে তার কাছে গেলুম আর উঠে দৌড়। দেখি, সে এইটে চেপে শুয়েছিল।

আক—(ইঙ্গিত করণ, ও কোতয়ালের প্রবেশ) ।

যোধা বাইরের দূত মরে নাই, প্রাতঃকালে ধৃত হয়ে যেন খুনী অপরাধীসাব্যস্ত হয় ।

বেতা—"আনন্দ রহো ! আনন্দ রহো" ! ! (প্রস্থান)

আক—এতেই বলে বেতাল ।

(লহনার প্রবেশ)

দেখ লহনা তোমায় আমি ভালবাসি কিনা বল দেখি ।

লহ—জাঁহাপনার অনুগ্রহেতে আমার সকলই ।

আক—তুমি যা বলেছ আমি তাই শুনেছি সে কথার পরিচয় দেবে বলে ডাকিনি, তোমায় ভাল বাসি কিনা পরিচয় দাও ।

(লহ—নিরবে অবস্থান) ॥

আক—কিন্তু এক বিষয়ে তোমায় অসুখী করেছি—আমি যে তোমায় প্রাণ অপেক্ষ ভাল বাসি এ কথা জানিয়েছি, তুমিও আমি মর্ম্মান্তিক ব্যথা পাবো বলে তুমি কার প্রেমে আবদ্ধ জানাওনি তাতে আমি দুঃখিত, আবার আহ্লাদিত এই, যে তোমার যৎকিঞ্চিৎ প্রতারণা শিক্ষা হলো। নারীর ছলই বল, আজ এই শিক্ষা দেবার জন্য তোমায় ডেকেছি। এই কথাটি যেন মনে থাকে, আজ স্বাধীন ভাণ্ডার হতে তিন লক্ষ মুদ্রা তোমারে মাসিক বরাদ্দ, অট্টালিকা বাগিচা তোমার জন্য রেখেছি আজ হতে তুমি তার অধিকারিণী ; তোমার প্রণয়ীকেও আমি ভুলি নাই, আমি জানি যে আমার মত বৃদ্ধকে তোমার ন্যায় রূপবতী যুবতী ভাল বেসে তৃপ্তি লাভ করতে পারে না। এখন তুমি স্বাধীন,—কথাটী মনে রেখো নারীর ছলই বল, এমন কি—সতীত্ব ও কথা মাত্র ।

লহ—আমি জাঁহাপনা ভিন্ন আর কাকেও জানিনা ॥

আক—প্রাণ অত সরল করোনা, চল তোমার প্রণয়ীকে দেখাইগে ।

(প্রস্থান)

(নেপথ্যে—"আনন্দ রহো ! আনন্দ রহো "! !)

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কারাগার।

(দুইজন প্রহরী, ও কারাগার মধ্যে নারাণসিংহ।)

১ম প্রহ—ভাই, মিছি মিছি কেন রাত জাগ্‌বি, তুইও ঘুমুগে আমিও ঘুমুইগে, সাত তলা মাটীর নিচে কয়েদখানা তার ভিতর থেকে কি মানুষ বেরুতে পারে।

২য় প্রহ—রাতও দুপুর বেজে গিয়েছে, শুইগে।

১ম প্রহ—সেই ভাল।

(নেপথ্যে—"আনন্দ রহো !—আনন্দ রহো" ! !)

২য় প্রহ—ভাই ! ও কি শব্দ হলো ?

১ম প্রহ—কোন কয়েদখানায় কে না খেয়ে শুকিয়ে মর্‌ছে।

২য় প্রহ—খাবার জন্য তত নয়, জলের জন্য যে করে রে দেখ্‌তে ভারি তামাসা ;—বলে দে দে এক ফোঁটা দেরে, আমার যে ভাই হাসি পায়।

১ম প্রহ—ওর চেয়ে আবার ঢের ঢের মজা আছে রে ; পেরেকে শোয়া, মাতায় ফোঁটা ফোঁটা করে জল,—চল শুইগে।

২য় প্রহ—তামাসা গুল জেলের ভেতর হয় বলে, তা নইলে একজন কয়েদির চিৎকারে সহরপুরে যেতো।

১ম প্রহ—বলিস কি সামান্যি মজা, নিচে আগুন রেখে ওপরে তাত দেওয়া। (উভয়ের প্রস্থান)

নারা—অদ্ভুত চরিত্র, আমি কোন পথ অবলম্বী, গুরুদেব! আমি যথার্থই বালক, আর আমায় কে উপদেশ দেবে? আমি বালক নই পরিচয় দিবার জন্য কার নিকট অভিমান ক'র্‌ব? রাজপুতানার মৃত্তিকা ভিন্ন অপর মৃত্তিকাই অপবিত্র। আমি কারাগারে বালকের ন্যায় কাঁদতে বসেছি, অপদার্থ—ক্ষুদ্র প্রহরীতেও রজপুত ভীত বলুগ।

(সহসা একপার্শ্বের দ্বার উদ্ঘাটন ও লহনার প্রবেশ)

নারা—কি লহনা তুমি হেথা?

লহ—নারাণ এতেও কি তুমি আমায় ভাল বাস্‌বে? কথার উত্তর দিলে না?

নারা—দেখুন আমি নারাণ কিনা, আমার সন্দেহ হচ্চে।

লহ—সন্দেহের কারণ তোমার কঠিন প্রাণ, আমি কি মনস্কামনা সিদ্ধির জন্য তোমার সহিত কালী-মন্দিরে গিয়েছিলাম জান, যাতে তোমায় পাই সেই জন্যই কালী-মন্দিরে গিয়েছিলাম। ভাল কঠিন হও আর যাই হও, লহনা থাক্‌তে তুমি এস্থানে কেন? আমার সঙ্গে এস, আবার রাজপুতানায় যাও যমুনার পাণি গ্রহণ কর।

নারা—লহনা!

লহ—কি?

নারা—লহনা তুমি যথার্থই কি আমাকে ভালবাস?

লহ—ক্ষমা কর তোমায় এ অবস্থায় পরিহাস করে ভাল করি নাই, আমার অনুরোধ বা আদেশ যে কথায় বোঝ আমার সঙ্গে এস।

নারা—লহনা যদি যথার্থ ভালবাস একবার বসো।

লহ—তুমি যথার্থই পাষাণে গঠিত, ভাল কি বল্‌বে বল।

নারা—লহনা স্থির হও, শোন, আমি তোমার শত্রু, হলদিঘাটের যুদ্ধে পিতার মৃত্যু হয়। আমি রাণা-প্রতাপের অসি স্পর্শ করে

শপথ করেছি, যে আমি গুরুবৈরী মানসিংহকে সম্মুখ যুদ্ধে স্বহস্তে নিধন কর্‌ব, এই আশায় তোমার পিতার দাসত্ব স্বীকার করেছি, সেই আশায় এই কারাগারে, সেই আশায় আমি ছদ্ম-বেশী অনুচর নিয়ে দিল্লী আক্রমণ করি, সহস্র কামান গর্জ্জনের সম্মুখীন হতে প্রস্তুত, যদি আশা সফল হয় জানলেম জীবন সার্থক; যতদিন সে আশা পূর্ণ না হয়, যমুনা কি ছার—গুরুদেবের ন্যায় গৌরব ও প্রার্থী নয়। লহনা তোমার প্রেম অতি অসৎ পাত্রে অর্পিত।

লহ—তোমার পিতা কে?

নারা—ভুবন-বিখ্যাত ঝাল্লার অধিকারী।

লহ—আপনি আমায় মাপ করুণ, এখন জান্‌লেম যে আপনি যমু-নারও নন; কেন না যদি আপনি প্রেমিক হতেন প্রেমিকের চিত্ত বুঝতে পাত্তেন, কিন্তু দাসী বা শত্রু-কন্যা—অধিনীকে যে নামে সম্বোধন করুণ, তার সহিত কারাগার পরিত্যাগ কর্‌তেও কি হানি বিবেচনা করেন?

নারা—আমার কারা মোচনে তোমার এত যত্ন কেন?

লহ—সত্য, সকল যন্ত্রণা নিবারণ কর্‌বার উপায় তো আমার হাতে আছে। নারাণ! তোমায় ভাল বেসে কি আমি আত্মঘাতী হব? আমার প্রেমের কি এই পরিণাম!

নারা—লহনা একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, আমি এ অবস্থায় আছি তুমি কিরূপে জান্‌লে, আর তুমিই বা হেথায় কিরূপে এলে।

লহ—প্রেমের অসাধ্য কিছুই নাই, নারাণ তা তুমি জাননা?

নারা—লহনা যদি আমায় ভালবাস কথার উত্তর দাও, আমি স্বয়ং জানিনা কিরূপে এ কারাগারে এলেম, এ সংবাদ তুমি কিরূপে জানলে; আকবারসাহ তোমায় কখন বলেননি।

লহ—আকবারই আমাকে বলেছেন।

নারা—কৌতুহল বৃদ্ধি হলো কেন ?

লহ—আমি এতদিন মনের আগুন মনে লুকিয়ে রেখেছিলুম। তুমি ভৃত্য, তোমায় কিরূপে বিবাহ কব্ব, বিবাহে পিতা সন্মত হবেন কিনা, তোমার অবস্থা ভাল নয় এই নিমিত্ত প্রাণ ভস্ম হয়েছে, তথাপি আগুন প্রকাশ করিনি। আজ তার সকলি বিপরীত, আমি স্বাধীন, আকবারসাহ আমার ইচ্ছাধীন, তুমি রাজার তুল্য ব্যক্তি ; তবে কেন বৃথা ক্লেশ করি, তুমি তো আমার সকল কথাই শুন্‌তে, আজ শুনচোনা কেন ?

নারা—লহনা সে প্রাণ আর নাই। অথবা কেনই বা তোমার কথা শুনতেম তাও বলতে পারিনি ; লহনা; স্বয়ং প্রতারিত হয়েও ; আমায় যদি ভাল বাসতে তাহলে, যে দিন সেলিমের ঘরে যাও, বন থেকে তোমার জন্য যত্ন করে ফুলটা তুলে এনেছিলেম, সে ফুল তুমি অযত্ন করে বলতেনা, যে "তুই চাকর, আমার হাতে ফুল দিস্"।

লহ—না জেনে অপরাধ করেছি, মার্জ্জনা কর।

নারা—তখনি মার্জ্জনা করেছি, কিন্তু তুমি আমায় ভাল বাসনা তাও জেনেছি। লহনা ! তোমার মুখ চেয়েই আমি গুরুবৈরী নিধন করি নাই, প্রতিফল—সঙ্গে তরবারি থাকতে রজপুতকে একজন রমণী কারা মুক্তি করতে এলো। তুমি বৃথা ক্লেশ পাবে আমি তোমার সঙ্গে যাবোনা।

লহ—না গেলে কি হবে তা জান।

নারা—বিশেষ ক্ষতি কি হবে, জানিনি।

লহ—কারাগারে অনাহারে মৃত্যু হবে ; জান, আকবারসাহ আমার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী।

নারা—তোমার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী আকবারসাহ হন বা সেলিম হন বা অপর কোন মহৎ ব্যক্তি হন, আমি জানতে ইচ্ছুক নই।

লহ—কি বল্লি নিজ কর্ম্মোচিৎ ফল পা ! (প্রস্থান)

নারা—মনুষ্যের জীবন আশা কি এত প্রবল বা আমারই হীন প্রাণ, যে লহনা আমায় ভয় প্রদর্শন করে গেল। যমুনা ! গুরুদেবের মৃত্যুকালে তোমায় কাঁদতে দেখেছি ; আমার এ কারাগারেও সাধ হয়, যে যখন শুনবে আমি নিরুদ্দেশ, সেই বারি এক বিন্দু দিও, আমার তাপিত প্রেতাত্মা শীতল হবে ?

(নেপথ্যে—"আনন্দ রহো ! আনন্দ রহো" ! !

যমু—এ যে বড় অন্ধকার।)

(বালক-বেশে যমুনা, ও বেতালের প্রবেশ)

যমু—প্রহরীরা কোথা ?

বেতা—এরা সব ঘুমিয়ে, (দেওয়ালে চাবি দেখাইয়া) আমি চল্লেম, এই চাবি নাও, এই চাবিতে খুলে যাবে। আর যদি পথ না চিনতে পার ঐ ঘরের ছাদে হাত বুলিয়ে দেখো পেরেক আছে, সেই পেরেকটা টেনো খস করে খুলে যাবে। এখানে এমন খারাপ দেখছো, তার পরে ওপরে উঠেই দেখতে পাবে কেমন বাড়ী, তার পর বাগান দিয়ে রাস্তায় পড়বে, আমি চল্লুম; "আনন্দ রহো ! আনন্দ রহো" ! ! (প্রস্থান)

যমু—মোহন চল যদি পালাবার উপায় থাকে তো এই।

নারা—যমুনা ! তুমি হেথা ! তুমিও কি বন্দি, না এও আকবারের ছল ?

যমু—আমায় অবিশ্বাস করোনা, অনেক দিন কোন সংবাদ না পেয়ে রাজপুতানা হতে দিল্লী এলেম, শুনলেম যে তুমি কারাগারে উন্মাদ অবস্থায় অবস্থান কচ্চো, মানসিংহের সহিত যুদ্ধ চাও, কোথায় আছ কিছুই স্থির কত্তে পাল্লেম না, পাগলের সঙ্গে দেখা হলো, সেই আমায় এস্থানে নিয়ে এল।

(নেপথ্যে—১ম প্রহরী—তুই বেটাও যেমন—পাগলা, বেটা আবার লোহার গরাদে ভাঙ্গবে ? ঘুমুচ্ছিলুম)

(নেপথ্যে ২য় প্রহরী—একবার দেখে এসে ঘুমুনো যাবে এখন।)

(দুইজন প্রহরীর প্রবেশ)

১ম প্রহ—ওরে চাবি কোথা গেল ?

২য় প্রহ—ওরে দোর খোলা !

১ম প্রহ—ওরে দুবেটা যে !

(নারাণ—অসি লইয়া একজনকে আঘাৎ ও অপর চীৎকার করিতেং প্রস্থান ; আর আর সকল প্রহরী জাগ্রত)

যমু—হা পরমেশ্বর ! এতেও কি বিমুখ হলে !

(অপর দিক দিয়া বেতাল মুখ বাড়াইয়া)

বেতা—"আনন্দ রহো ! আনন্দ রহো" ! ! ওরে তোরা আস্‌বি, আয়।

যমু—লহরিমোহন, শীঘ্র এস, স্বয়ং পরমেশ্বর দোর খুলে দিয়েছেন।

(সকলের প্রস্থান)

(প্রহরীদিগের প্রবেশ)

২য় প্রহ—ওরে কোথা গেল, ফুস মন্ত্রে উড়ে গেল নাকি ?

৩য় প্রহ—শালা ঘুমুবে না, ওরে জেন্ত পুতে ফেলবে।

৪র্থ প্রহ—ওরে এখানে গোল করে কি হবে। নায়েবের কাছে চল, এ বেটাকেও নিয়ে চল।

(সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কক্ষান্তরে যাইবার পথ।

(সেলিমের প্রবেশ)

সেলি—যদি ও মন মুগ্ধ কত্তে না পেরে থাকি, অন্ততঃ মন নরম হয়েছে তার সন্দেহ নাই। যদি চেঁচায়—ও কে ও? হাওয়া—আমি ধর্ব্বো স্ত্রীলোক অসম্মত হবে এও কি হয়?

(নেপথ্যে "আনন্দ রহো! আনন্দ রহো"!!)

এ আবার কোথা, কোথা রাস্তা ঘাটে চেঁচাচ্চে। একি! পায়ের শব্দ কোথা হয়? না, আর একটু সরাপ খাই। বাদসা আর টের পাবে কি করে, উদিক্‌কার দোরটা দিয়েছি—হাঁ দিয়েছি বৈকি।

(প্রস্থান)

(বেতাল, যমুনা ও নারাণসিংহের প্রবেশ)

বেতা—ওরে এই দিক দিয়ে দরজা, ঐ যা! যখন লোহার দরজা বন্ধ হয়েছে তখন তো খুলবেনা, এই দিক দিয়ে চল, "আনন্দ রহো! আনন্দ রহো"!!

যমু—তুমি চেঁচাও কেন?

বেতা—চেঁচাব না, তবে চুপ করে চল, আমি মনে মনে "আনন্দ রহো" বলি।

(সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ অঙ্ক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

কক্ষ।

(লহনা নিদ্রিতা, সেলিমের প্রবেশ)

সেলি—এমন গোলাপের ঘ্রাণ আমি নেবোনা তো নেবে কে? নিশ্বাস প্রশ্বাসে যেন কুচ-যুগ আমায় আহ্বান কচ্চে। একি! অকস্মাৎ ঝড় উঠলো না কি? আল্লা! আল্লা! একি বজ্রাঘাৎ, আমি কি বালক, কোথায় বজ্রাঘাৎ আর কোথায় আমি। এ মধু-পান করবো না, আর একটু সরাপ খাই।

লহ—ওকে পোড়াও, যমুনার সামনে পোড়াও।

সেলি—ও কে কথা কয়? আমি বালক আর কি, আর কি প্রহরী কেউ জাগ্রত আছে, সকলেই মদ খেয়ে অচেতন, টাকায় কিনা হয়।

লহ—আগুনে পোড়েনা,—এখনও যমুনার হাত ধরে হাঁসি।

সেলি—আজ বুঝি মদে নেসা হয়েছে। আলোটা নড়ছে, কে যেন বারণ কর্চ্চে, আমারই তো—একবার ভাল করে দেখি, বুকের কাপড় গুলো কেটে দিই। (কাপড় কাটিতে উদ্যত)

(নেপথ্যে, যমুনা—এই পথে আলো! এই পথে আলো!

বেতা—"আনন্দ রহো! আনন্দ রহো"!!)

লহ—নারাণ কেটোনা, আমি তোমায় পোড়াতে বলিনি।

(নেপথ্যে "আনন্দ রহো! আনন্দ রহো"!!)

লহ—বাবা গো !

সেলি—চুপ, চুপ, আমি সেলিম।

(যমুনা, বেতাল ও নারাণের প্রবেশ)

নারা—উত্তম আকবরের পুত্র !

(অসি নিষ্কোসিত করিয়া উভয়ের যুদ্ধ)

বেতা—"আনন্দ রহো ! আনন্দ রহো" ! !

লহ—ওঃ ! (মূর্চ্ছা)

যমু—(বেতালের প্রতি) আপনি দেবতা কি মনুষ্য জানিনা, এই বিপদ হতে উদ্ধার করুন।

(নেপথ্যে—"কোন দিকে, কোন দিকে" ?— কোলাহল)

নারা—এইবার শমন দর্শন কর । (নারাণের অস্ত্রাঘাৎ)

সেলি—তোমরা দেখ, বাতুলকে ধর, বুঝি মৃত্যু উপস্থিত।

(সেলিমের পতন)

(মানসিংহের প্রবেশ)

মান—একি !

নারা—(সেলিমের অসি লইয়া মানসিংহের প্রতি) এই অস্ত্র লও যুদ্ধ কর, নচেৎ পশুবৎ প্রাণত্যাগ কর।

(যমুনা ও বেতাল উভয়ের মধ্যবর্ত্তী হওন)

বেতা—"আনন্দ রহো" !

নারা—আপনি কে ?

বেতা—"আনন্দ রহো !—আনন্দ রহো" ! !

যমু—যুদ্ধ কর্‌বার আগে দেখুন যুবরাজ সেলিম কেন হেতায়।

মান—নারাণসিংহ, এ ঘটনা আমি কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চি না। তুমিই কি যমুনা ? তুমি জান যদি বল। নারাণসিং ক্ষণেক বিলম্ব কর—যদি যুদ্ধ সাধ থাকে পরে মিটাব। আগে বল যুবরাজ সেলিম এখানে কেন।

নারা—বোধ হয় তোমার কুলটা কন্যার উপপতি। যুদ্ধ কর।

সেলি—না না আমি ধর্ম্মনাশ করতে আসিনি, আর মাথায় বজ্রাঘাৎ করোনা।

যমু—শুনুন।

মান—রাণা প্রতাপ! তুমি স্বর্গে, আমি নরক যন্ত্রণা ভোগ কচ্ছি।

নারা—মানসিংহ এতদিনে চৈতন্য হলো, আর তোমার সহিত বিবাদ নাই।

মান—এই আমার বীর গর্ব্ব, এই আমার বুদ্ধি-কৌশল, ভাল, উত্তম,—আপনার কন্যার উপপতি সংঘটন কল্লেম,—রাজপুতানা! আর কি আমি রজপুত নামের যোগ্য হব, ইতিহাসের পত্র অবশ্যই আমার নামে কলঙ্কিত হবে, রাণা প্রতাপের নামে বন্ধ্যা আরা-বল্লি কুসমময়-কুঞ্জ-ভূষিত হবে, আমার নামে বাড়বানল প্রজ্জ্বলিত হবে, হলদিঘাটে প্রতি পরমানু রাণার ভুবনাদর্শ পরাজয় গান কর্ব্বে, আমার জয় গান প্রতি বায়ু অজাত শিশুর হৃদয়ে আমার নামে ঘৃণার উদ্রেক কর্ব্বে। মা জন্ম-ভূমি! সন্তানের অপরাধ মার্জ্জনা কর্ব্বে কি? আজ যবনের দাসত্ব হতে আমি মুক্ত; হায়! হিন্দু হয়ে যবনের দাসত্ব কল্লেম—নারাণ, তুমি হেথায় কিরূপে?

লহ—কেও পিতঃ! আমায় ধরুণ আমি কিছুই জানিনি, আমি স্বপ্নে দেখছিলুম যে কে যেন আমায় কাটতে এল, তার পর দেখি এই সব।

মান—লহনা এস্থান হতে যাও।

যমু—তুমি একলা যেতে পার্ব্বেনা আমায় ধরে চল, (মানসিংহের প্রতি) ইনি পালাচ্চেন, ইনি পাগল নন বন্দি, আপনি দেখবেন।

(লহনা ও যমুনার প্রস্থান)

মান—নারাণ আমার সঙ্গে এস, আমি তোমারি আশ্রিত!

(নারাণ ও মানসিংহের প্রস্থান)

বেতা—"আনন্দ রহো !—আনন্দ রহো" !! ওরে উহ্‌নারে, এখন উহ্‌লিনি ; সব চলে গেল।

সেলি—দোহাই, আল্লা ! আল্লা ! (প্রস্থান)

বেতা—"আনন্দ রহো !—আনন্দ রহো" !! (প্রস্থান)

চতুর্থ অঙ্ক

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

উদ্যান।

(মানসিংহ ও নারাণসিংহ।)

মান—তবে তোমায় এইরূপেই বন্দি করেছিল। সভায় তার পরদিন বল্লে যে তুমি আমার সঙ্গে যুদ্ধ চাও ; আমি অসম্মত হলেম, বোধ হয় সেই নিমিত্তই তোমায় কারাগারে রেখেছিল, কি জানি যদি তুমি কথা প্রকাশ করে দাও। তোমারি কথা সত্য, লহনাকে আকবার পাঠিয়ে ছিল সন্দেহ নাই, বোধ হয় তুমি ভুলছো, লহনা বাদসাহ না বলে বলে থাকবে সেলিম আমার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী।

নারা—আমার বিশেষ স্মরণ নাই. সেলিমই বলে থাকবে। আপনি

সেলিমের সঙ্গে লহনার বিবাহ দিন, যবনী হোক তবু দ্বিচারিণী হবেনা !

মান—তাতে আর এক ফল, লহনা সেলিমের বেগম হলে বাদসার অনেক সংবাদ পাওয়া যাবে।

নারা—মহাশয় ! ক্ষমা করবেন। যদি রাজপুতানায় আত্ম-বিচ্ছেদ না হতো, দিল্লী হতে যবন দূরীকৃত কর্ব্বার নিমিত্ত সেলিমকে কন্যা দিতে হতোনা ; গুরুদেব ভারতবর্ষের এই দুরাবস্থা দূর কর্ব্বার জন্য আজীবন জটাভার বহন করেছেন, বীরদেহে সহস্র অস্ত্র-লেখা ধারণ করেছিলেন ; গিরিশিরে, উপত্যকায়, অধিত্যকায়, গহন বনে বন্যের ন্যায় ভ্রমণ করেছেন, অরি-শোনিতে রাজপুতানার প্রতি মৃত্তিকাখণ্ড কর্দ্দমিত করেছেন।

মান—লহরিমোহন অধিক তিরস্কার বাহুল্য, আবার কবে দেখা হবে ? প্রায় রজনী প্রভাত হয়।

নারা—কল্য কালি-মন্দিরে দেখা হবে তো কথা হলো।

মান—কালি-মন্দিরেই, তাই জিজ্ঞাসা কচ্চি !

নারা—মহাশয় ! উতলা হবেন না সকল কথা স্মরণ রাখবেন, আকবারের অতি সূক্ষ্ম দৃষ্টি, আকবারের চর এখানে থাকাও অসম্ভব নয়।

(নারাণের প্রস্থান)

(বেতালের প্রবেশ)

বেতা—"আনন্দ রহো ! আনন্দ রহো" ! ! ওরে সে কোথা গেল রে ?

মান—তুমি হেথা কেন ?

বেতা—বারণ করে দিয়েছে তোকে বলি আর কি। বলনা কোথা গেল ?

মান—কে ?

বেতা—সেই দুটো ছোড়া। সে বড় মজা, বড় ছোড়া অন্ধকার ঘরে

ছিল জানিস্ তো, আর ছোট ছোড়া পথে বসে কাঁদছে আর কি বল্‌ছে। আমি বলি "আনন্দ রহো! আনন্দ রহো"!! ও বলে আমার আনন্দ কোথা, শুন্‌লেম বড় ছোড়ার জন্য কাঁদছে; অন্ধকার ঘরের ভিতর আছে জানেনা, পাহারাওয়ালারা ঘুময় সচ্ছন্দে গেলেই হয় দেখা করে আসে। তাকে খুঁজি কেন তা জানিস্, এই সকাল হয়েছে তার কাছে যেতে হবে, কোথায় কি দেখেছি বল্‌তে হবে!

মান—কাকে বল্‌বে?

বেতা—আরে! তুই ন্যাকা আর কি, সেই যে যার ঠেঙ্গে গাঁজা খাবার পয়সা চেয়েছিলাম, তুই দিলি; সে যেন পাগ্‌লা, তার ঠেঙ্গে পয়সা চাইনুম একটা কি বার করে দিলে; আবার একটা আঙ্গুলে কি দিয়েছে দ্যাক্।

মান—তোমায় আর কেউ জিজ্ঞাসা করেনা এ আংটী কোথায় পেলে?

বেতা—জিজ্ঞাসা করে আমি বলিনি; আমি বলি "তোর কি," সে পাগল ছাগল মানুষ কেউ চিনুগ বা না চিনুগ।

মান—তবে আমায় বল্লে কেন?

বেতা তোর সঙ্গে খুব ভাব আছে তাই বল্লুম, আমি সব জায়গায় বেড়িয়ে বেড়াই, তোদের এইখানে আস্‌তে আমায় আরো বলে। হ্যাঁরে সে ছোড়া কোথায় গেল?

মান—কোন ছোড়া?

বেতা—তুইও পাগল, দূর—"আনন্দ রহো! আনন্দ রহো"!!

(প্রস্থান)

মান—এও আকবারের চর।　　(প্রস্থান)

(বেতালের প্রবেশ)

বেতা—সত্যি, সে ছোড়া কোথায় গেল। দূর হোক্ আজ গল্প কর্ত্তে যাবো আর বলে আস্‌বো, আর রোজ রোজ গল্প কর্ত্তে

পার্ব্বোনা ; আমার ঘুম পাচ্চে, এখন সকাল হয়নি, কোথায় শোব। ঐ দিকে যাবো, হ্যাঁ সেই কথাই ভাল, "আনন্দ রহো ! আনন্দ রহো" ! ! (প্রস্থান)

চতুর্থ অঙ্ক।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

কক্ষ।

(আকবার ও মানসিংহ)

আক—আমি তো পুনঃ পুনঃ বলছি, যাতে আপনার মত তাতে আমার অমত কি ?

মান—তবে আমি নিশ্চিন্ত রহিলাম। (প্রস্থান)

আক—সর্প যে মন্ত্রে মুগ্ধ থাকে তাই ভাল, কিন্তু তথাপি সন্দেহ দূর হচ্চে না।

(লহনার প্রবেশ)

আক—লহনা বসো, তুমি যে সেলিমের প্রেমে বদ্ধ তা আমি জান্‌তেম

না, আমি মনে কত্তেম নারাণসিং তোমার প্রিয়, সেই নিমিত্ত তারে কারাগারে আবদ্ধ করেছিলেম তার পর তার উদ্ধারের উপায় তোমার হাতেই দিই।

লহ—যে রাত্রে বন্দি করেন সেই রাত্রে তো আমায় সকল কথাই বলেছেন।

আক—আজ হতে তুমি আমার পুত্র-বধূ হলে, এইখানে বসো সেলিম আসছে; আমি সভায় যাই।

(প্রস্থান)

(বেতালের প্রবেশ)

বেতা—ওরে শোন্ শোন্ এ ছোট ছোড়াটা (ছোড়া কি ছুড়ি তা জানিনি)। "আনন্দ রহো! আনন্দ রহো"!!

(প্রস্থান)

লহ—ওমা যেখানে যাই, সেইখানেই কি এই মিন্‌সে।

(সেলিমের প্রবেশ)

সেলি—লহনা আমার অপরাধ নাই, তোমার রূপেরই অপরাধ। লঘু-পাপে গুরুদণ্ড দিওনা, তোমায় ভাল বেসে আমার প্রাণ না যায়, তুমি যদি আমায় বিবাহ না কর পিতা আমার প্রাণ দণ্ড কর্ব্বেন।

লহ—সেলিম! তোমার জন্য যে আমার অন্তরের অন্তর পুড়চে তাকি তুমি জান না!

সেলি—প্রিয়ে! তুমি আমার রাজ্যেশ্বরী। (স্বগত) স্ত্রীলোক ভোলাবার কৌশল বিধাতা আমায়ই দিয়েছিলেন, তা না হলে অপক্ষপাতি বাদসার নিকট দণ্ড পেতে হতো।

লহ—নাথ! কি ভাবচো?

সেলি—লহনা! তুমি কি আমায় ভাল বাস? আহা! এ হোরি-নিৰ্ম্মিত নারী রত্নটী কি আমার? লহনা বল, যতবার জিজ্ঞাসা করি বল তুমি আমার।

লহ—নাথ ! আমি তোমার ।

সেলি—লহনা ! আবার বল ।

লহ—আমি তোমার ।

সেলি—তবে এখন বিদায় হই, বাদসাহর নিকট সভায় যেতে হবে। (স্বগত) সকালটা কিছু আমোদ হলো না।

(সেলিমের প্রস্থান)

লহ—আমার এমনি কপালটা খারাপ, বুদ্ধি করে করে এনে ঠিকটী করি আর কোথায় যায়। কলিকালে কি দেবতা আছে, কালীর পায়ে জবা দাও মনস্কামনা সিদ্ধ হবে ; মাগো ! কি বিভীষিকা মূর্ত্তী ! পূজা কর্ত্তে ভয় করে। কোথায় বেগম হব মনে কচ্ছিলেম, নারাণকে মন্ত্রী কত্তেম, সেলিম এসে এক কাল কল্লে,—বুড়ো বাদসাহকে উঠ বোস করাতেম, আচ্ছা—আজ যদি বাদসা মরে কাল তো সেলিম বাদসা হবে, দাঁড়াও—এ কথা এখানে ভাব্‌বো না ; নিরিবিলি ঘরে দোর দিয়ে ভাবতে হবে, বাদসার খাবার তদারক কর্ত্তে হবে,—নারাণকে নেবোই নেবো। এত করে না পাই ইঁদারার ভিতর পুরে মুখ গেড়ে দিব।

(নেপথ্যে—"আনন্দ রহো ! আনন্দ রহো" ! !)

এ বেটাকে তো আগে শূলে দেব, যমুনা বলেন তোমার ভয় দেখে বাঁচিনে, আঃ নেকি লো ! নারাণকে আর এক রকম করে বন্ধ কর্ব্বো, যমুনা তো আমাদের বাড়ীতে, বাদসার সঙ্গে যে কাজ কর্ত্তে হবে একবার ঘরে পরক করা ভাল (দর্পণে মুখ দেখিয়া) সুদু মুখখানিতে কি হতো, বুদ্ধি না থাকলে———

(নেপথ্যে—"আনন্দ রহো ! আনন্দ রহো" ! !

মিন্সে মরেনা গা, এখন যাই। (প্রস্থান)

(বেতালের প্রবেশ)

বেতা—ওমা কেউ নেই যে গো, "আনন্দ রহো ! আনন্দ রহো" ! !

চতুর্থ অঙ্ক

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

রাজবাটী হইতে বাগানে যাইবার পথ।

(আকবার ও বেতাল)

আক—আচ্ছা "আনন্দ রহো" এই ঝোপে তুমি লুকিয়ে থাকতে পার কতক্ষণ।

বেতা—কেনরে লুকুবো ?

আক—তুই লুকুবিনি ? আমি লুকুই।

বেতা—এই দেখ আমিও লুকুই, আমি এইখানটায় শুয়ে একটু ঘুমুই।

আক—আচ্ছা তুই এই আংটী ফেলে দিয়ে গিয়েছিলি আবার পেলি কোথায় ?

বেতা—তুই ফেলে রেখে গেলি আমি কুড়িয়ে নিয়েছি।

আক—আচ্ছা তুই শো।

(বেতালের প্রস্থান)

আক—(স্বগত) একক সকল সংবাদ রাখা নিতান্ত সহজ নয়, আমার কি বুদ্ধির ব্যতিক্রম হচ্চে ? তিনবার মানসিংহকে বধ কর্ব্বার উপায় কল্লেম, আনন্দ রহোই তা নিবারণ কল্লে। কি জানি ওর আনন্দ রহোর কি গুণ, আমায় আসন হতে উঠিয়ে সে আসনে পা রাখলে, নারাণসিংকে কারা মুক্ত কল্লে, কোথায় মানসিংহের অনিষ্ঠের নিমিত্ত ওকে নিযুক্ত কল্লেম কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত

ঘট্‌লো, আমার সন্দেহ হচ্চে কোন যাদু-কর ; নচেৎ অস্ত্র-ধারীর অস্ত্র পড়ে যায়, যেখানে খুন বলাৎকার সেইখানেই উপস্থিত। এ কোন রজপুতের চর সন্দেহ নাই, যিনি হোন্‌,—আজ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হবেন।

(দুইজন সৈনিকের প্রবেশ)

অতি সতর্ক পূর্ব্বক পাহারায় নিযুক্ত থাক, যে আসুক্‌ বা যে যাক্‌ তার প্রাণ বিনাশ কর। যদি কেউ লুক্কাইতভাবে এ ঝোপে ঝাপে অবস্থান করে তাকেও বিনাশ কর, স্ত্রীলোককে কিছু বলোনা।

(সৈনিকদিগের প্রস্থান)

(লহনার প্রবেশ)

লহনা! এতদিন তোমায় চিনেও চিনিনি আমি মূঢ়, তোমার সেলিমের সহিত বিবাহ হবে মাত্র কিন্তু তোমায় নিয়ে আমি মরকত-কুঞ্জে থাকবো, কিন্তু হায়! তোমার পিতা জীবিত থাক্‌তে তো নিশ্চিন্ত হতে পার্ব্বো না ; দেখ যদি আজ কোন কৌশলে তাঁকে এইদিকে নিয়ে আস্‌তে পার।

লহ—কি বল্‌বো ?

আক—তুমি কৌশলময়ী প্রতিমা তোমায় আমি কি শিখাব, আমি স্বয়ং কৌশল করে তিনবার বিফল হয়েছি।

লহ—এবার সফল হবে তার নিশ্চয় কি ?

আক—এবার তুমি আমার সহায় আর কারে ভয় করি।

লহ—তিনবার বিফল হলে কেন ?

আক—আমার দুর্ব্বুদ্ধি, "আনন্দ রহো" তোমার পিতার চর তা বুঝ্‌তে পারিনি।

লহ—মিন্‌সেকে মেরে ফেলনা, আমার বড় ভয় করে।

আক—অবশ্যই চর--ভয় করেই বটে, আমি স্বয়ং অস্ত্র ধরে মানসিংহরে

প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে, "আনন্দ রহো" সাম্‌নে এলো অস্ত্র পড়ে গেল, পাচকের হাত থেকে বিষপাত্র পড়ে গেল, মহম্মদের অব্যর্থ সন্ধান বিফল হলো, কিন্তু আজ নিস্তার নাই।

(দুইজন সৈনিকের প্রবেশ)

কি প্রহরী ! কাকেও পেলে ?

১ম সৈ—জাঁহাপনা ! জনপ্রাণীও নাই।

আক—অবশ্য আছে, তোমরা আমার চক্ষে দেখ্‌বে এস, অকর্ম্মন্য !

(আকবারের সহিত সৈনিকদের প্রস্থান)

লহ—(স্বগত) বুড় বানর ! তুমি মনে করেছ আমি তোমায় ভালবাসি, ভালবাসা আগুনে ঢেলে দিই না। আজ আমাদের দুজনের কৌশলে মানসিংহ, তারপর আমার কৌশলে তুমি, তারপর সেলিম। নারাণ ! নারাণ আমার না হয় গুলের আগুনে ছেকা দে মার্ব্বো, যেমন জ্বলছি তার শোধ তুলবো। বাবাকে ভুলিয়ে এ পথ দিয়ে আনতে পার্ব্বো না ? (প্রস্থান)

(দুইজন সৈনিকের প্রবেশ)

১ম সৈ—ওরে বাদসা খেপেছে নাকি, এদিকে বাদসার মহল এ দিকে মানসিংহের মহল মাঝে বাগান, এ পথে দুশ্‌মন কোত্থেকে আসবে।

২য় সৈ—আর যা বলিস ভাই কোমরটা লাথিয়ে ভেঙ্গে দিয়েছে।

১ম সৈ—আর আমার চড়টা বুঝি যেমন তেমন।

২য় সৈ—আরে নে চড় রাখ, আবার যদি এসে দেখে দুজনে কথা কর্চ্চি তো খুন কর্ব্বে, তুই ও পাশে টওলা আমি এ পাশে টওলাই। আরে কোন শালারে, শালার জন্য লাথি খাই।

(গাছে তলোয়ারের এক কোপ)

১ম সৈ—ওরে আমারও দাঁত গিয়েছে—আমিও ঘোরাই, আমিও ঘোরাই। (তলোয়ার ঘোরান)

(নেপথ্যে পদশব্দ)

২য় সৈ—ওরে চুপ, কার পার আওয়াজ পাচ্চি।

১ম সৈ—আরে দুঃশালা! নারে পার আওয়াজই বটে।

(মানসিংহের প্রবেশ)

মান—বাদসা এত প্রসন্ন কালই বে দেবেন—যবনের সঙ্গে তো কুটুম্বিতে করেছি।

১ম সৈ—চুপ।

২য় সৈ—হুঁসিয়ার।

মান—বাদসার অপরাধ কি, তবে কেন রজপুত বিগ্রহে যোগ দিই।

(লহনার প্রবেশ)

লহ—(স্বগত) কে কাটবে দেখি, আমারও তো দরকার আছে।

(দুইজন সৈনিক মানসিংহকে আক্রমণ, ও বৃক্ষডাল হইতে "আনন্দ রহো! আনন্দ রহো"!! সৈনিক দিগের হস্ত হইতে অসি পতন, ও লহনার মূর্চ্ছা)

মান—একি!

সৈ দ্বয়—রাজা মান।

মান—তোমরা হেথায় কেন?

১ম সৈ—বাদসা আমাদের এখানে রেখে গেছেন।

মান—তোমাদের শ্রেণীর সংখ্যা দেখে বোধ হচ্চে তোমরা আমার অধীনস্থ, আমার সঙ্গে এস।

২য় সৈ—বাদসা আমাদের রেখে গেছেন।

মান—যদি মৃত্যু কামনা না কর আমার সঙ্গে এস।

বেতা—ওরে একে সঙ্গে করে নিলিনি, এ যে পড়ে গেছে।

মান—একি! লহনা! বিষপাত্র পূর্ণ হয়েছে; আমি যেমন কুলাঙ্গার আমার কন্যা আমার উপযুক্ত। "আনন্দ রহো"! তুমি যেই হও, একদিন তোমায় আমি ঘৃণা করেছি আজ তুমি আমার জীবনদাতা।

বেতা—ওরে এর মুখে জল না দিলে কথা কইবে না, আমি একে পুকুর ধারে নিয়ে যাই, সুধু "আনন্দ রহো" বল্লে হবেনা, "আনন্দ রহো ! আনন্দ রহো" ! !

(লহনাকে কোলে লইয়া প্রস্থান)

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

জলটুঙি।

(আকবার ও মন্ত্রী)

আক—মানসিংহ আজও অন্ধকারে নতুবা এ পত্র নারাণসিংকে লিখতেন না। মানসিংহ আপনাকে অতি উচ্চ ব্যক্তি বিবেচনা করেন, কিন্তু উচ্চতর ব্যক্তি আকবার—তাকে রজ্জু ধারণ করে নাচায়; মানসিংহ! তোমার ন্যায় শত শত্রু দমনে আমি সক্ষম। বল—সিংহ বলবান কৌশলে পিঞ্জরাবদ্ধ, সাগর বলবান কিন্তু ক্রীতদাসের ন্যায় মনুষ্য বহন করে, তুমিও বলবান কিন্তু আকবারের বুদ্ধিবলে ক্রীতদাস;—কি স্পর্দ্ধা! পত্রে লিখেছেন এই আক্রমনের উত্তম সময়, মানসিংহ! সময় জ্ঞান তোমার নাই, আক

বার সদা চৈতন্য সময় সুযোগ তার দাস, ধন্য সাহস ! আমার মতের বিরুদ্ধে খসরু রাজা, নির্ব্বোধ ! তোমার লাভ—আকবার স্থাপিত সিংহাসনে যবন রাজা হিন্দু রাজা নয়, কিন্তু তথাপি খসরু রাজা নয়। মন্ত্রী সম্ভব হিন্দুর বশীভূত হতে পারে, মন্ত্রী ! যে শৃঙ্খলে সুমেরু হইতে কুমেরু পর্য্যন্ত বন্ধন করেছি, এ ভারত সিংহাসনে যতদিন আমার মতাবলম্বী রাজা বস্‌বে, তাদের হিন্দু হতে কোন আশঙ্কা নাই। তারা বিবেচনা করে যে তারা শাস্ত্র-বিৎ. কিন্তু তারা জানেনা বশীভূত বলে বা ছলে একই কথা। আঃ ধিক ! এই আমার চৈতন্য, রাজনৈতিক উপদেশে সময় অতি-বাহিত কচ্চি। (কাগচ পাঠ)

মন্ত্রী—(স্বগত) একার বুদ্ধির সর্ব্বদা চেতন অবস্থা থাকে না, আক-বার ! এ উপদেশ তোমার আবশ্যক। খসরু রাজা হোক বা না হোক বিষ প্রদানে মানসিংহের প্রাণ বধ হবে না।

আক—মন্ত্রী ! নারাণসিং কোন কারাগারে ?

মন্ত্রী—ছয় সংখ্যার কারাগারে।

আক—এইবার কোন "আনন্দ রহো" ! তোমার কারামুক্ত করে দেখবো। কিন্তু সে ছোকরাকে কিছুতে অনুসন্ধানে ঠাওর পেলাম না ; হকিম বিশ্বাসী তুমি জান ?

মন্ত্রী—তার সন্দেহ কি ? ঐ হকিম আসছে।

আক—তবে তুমি এখন যাও।

(মন্ত্রীর প্রস্থান)

যাক রাজপুতানার ভয় এক রকম গেল,—দুই তিনটে যুদ্ধ মাত্র, সেলিমই করুগ বা আমিই করি।

(নেপথ্যে "আনন্দ রহো ! আনন্দ রহো" ! !)

আক—কি ভ্রম ! এখানে শুনলুম যে "আনন্দ রহো ! আনন্দ রহো" ! বলছে ; এতদিনে সে রব ফুরিয়েছে—গারদে কতদিন চলে।

(হকিমবেশী বেতালকে লইয়া একজন প্রহরীর প্রবেশ)

আক—এত বিলম্ব হলো কেন ?

প্রহ—উনি গারদ তদারকে গিয়েছিলেন, খুঁজে খুঁজে সেইখানে ধরলেম। (প্রস্থান)

বেতা—(স্বগত) ওর সাক্ষাতে কোন কথা কব না যদি "আনন্দ রহো" বেরিয়ে পড়ে, এও "আনন্দ রহো" শুনলে ভয় পায়।

আক—(মোড়ক লইয়া হকিমকে প্রদান) এই ঔষধ লহনার, লহনা পাগল হওয়া আবশ্যক—বুঝলে, মানসিংহের পাচকের হাতে এই ঔষধ (তার খাবার জন্য নয়) এই বিষে মানসিংহের প্রাণ সংহার।

বেতা—ওরে আর থাকতে পারিনি বাবারে, "আনন্দ রহো" বলি।

আক—(মুখের দিকে চাহিয়া) অ্যাঁ এ কাকে এনেছিস্ ?

বেতা—"আনন্দ রহো" ! (নৃত্য করিতে২) "আনন্দ রহো" ! এই-বার "আনন্দ রহো" সয়ে যাবে।

আক—একি এ ! ওরে কে আছিস্ রে ধর।

(দুইজন প্রহরীর প্রবেশ, অসি মোচন করিয়া)

একি ! মানসিংহ (মূর্চ্ছা)

(দুইজন প্রহরী বেতালকে মারিতে উদ্যত, বেতালের সরিয়া যাওন ও আপনাদের অস্ত্রে আপনারা পতন)

বেতা—একি সবাই ভয় পেলে, আমি কি করি বাপু, সবাই ভয় পাবে কেবল সেই ছুড়িটে ভয় পায় না, হিঃ, হিঃ, হিঃ, হিঃ, সে আমার চেয়ে "আনন্দ রহো" ! বলে, "আনন্দ রহো ! আনন্দ রহো ! ! আনন্দ রহো" ! ! ! সে যার শুকনো ফুলটাকে বলে " আনন্দ রহো" ! হাহা " আনন্দ রহো ! আনন্দ রহো " ! ! না, না, না আমি যাই—এরে বলে মূর্চ্ছা, সেই ছুড়িটে মূর্চ্ছা গেছলো, আরে সেই যে—যেদিন লুকোতে বলেছিল, আমি যার সে পথ

দে গেলে, নাক মুখ টিপে পেটের ভেতর করে যাই। "আনন্দ রহো"! বলে চোক বুজে চলি, কি করি কি জানি বাপু যদি চোক দিয়ে "আনন্দ রহো"! বেরিয়ে যায়, "আনন্দ রহো! আনন্দ রহো"!!

আক—(মাথা তুলিয়া) দেও! দেও! (পুনর্ব্বার মূর্চ্ছা)

বেতা—আচ্ছা আমি করি কি? পাগলা বেটারা ভয় পায় বলে আমি যার এই পোষাকটা পরেছি। আমি যাই, সে আবার নাইতে গেছে—অরে যাবোই এখন, না হয় খানিক ন্যাংটো থাকবে—এখন না, এরা জাগ্‌লে ভয় পাবে, "আনন্দ রহো" টিপে যাই। (প্রস্থান)

১ম প্রহ—ওরে কোথা গেল! অ্যাঁ কোথা গেল।

২য় প্রহ—অ্যাঁ পালা লো।

(নেপথ্যে "আনন্দ রহো! আনন্দ রহো"!!)

আক—নিশ্চয় যাদুকর, ও হেথায় এল কি করে?

১ম প্রহ—জাঁহাপনা! হকিমকে আমি চিনতেম না, হকিমের ঘরেতে ও পেছন ফিরে বসে ছিল, আমরা আপনার শিক্ষা মত বল্লেম "আকন্দ ভয়" ও বল্যে "আকন্দ ভয়" আমরা ইঙ্গিত কল্যেম ও সঙ্গে চলে এলো, জাঁহাপনা! এই ভ্রমে একার্য্য হয়েছে, নচেৎ এ নিভৃত স্থানে, অপরকে আনতে সাহসী হতেম না।

২য় প্রহ—জাঁহাপনার যেরূপ অনুমতি হয়।

আক—তাকে ধরলিনি কেন?

১ম প্রহ—আমরা উভয়ে উভয়ের অস্ত্রাঘাতে মূর্চ্ছাগত।

আক—গুপ্ত-চর, যাদুকর নয়—কারোই প্রত্যয় নাই, সকল বেটাই "আনন্দ রহো"।

(নেপথ্যে—"আনন্দ রহো! আনন্দ রহো"!!

আক—চল শীঘ্র তাকে ধরিগে। (সকলের প্রস্থান)

পঞ্চম অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কক্ষ।

(রুগ্ন-শয্যায় লহনা, ও সেলিম আসীন)

লহ—সেলিম একটু বোস, তুমি যে বল্‌তে আমায় ভালবাস—ওকি! ওকি! ওকি! বাবা কেটোনা, বাবা কেটোনা; সেলিম! যেওনা; ও নারাণসিং—সেলিম, মরে যাক, সেলিম উঠনা।

সেলি—তোমার কাছে যে থাকা ভার, তোমার বছর বছর এই রোগ চাগাবে, আর আমায় শুদ্ধ বল্‌বে "বাবা কেটোনা, সেলিম বোস"।

লহ—সেলিম যেওনা আমার ভয় করে। (হস্ত ধারণ)

সেলি—এই তো তোমার গায়ে জোর।

লহ—সেলিম! তোমার কি একটু দয়া হয় না, একটু ভাল বাসনা?

সেলি—আরো রোগ করে মুখ তুব্‌ড়ে রাখ খুব ভাল বাসবো, আমি তোমায় বলি জান্‌ ফুরতিতে রাখ, তা নয় এক কথা ধরেছে "বাবা কেটোনা"।

লহ—সেলিম! সেলিম! ঐ "আনন্দ রহো! ঐ আনন্দ রহো"!

সেলি—বাঃ! "আনন্দ রহো" আমার মহলায় এলো আর কি? বন্ধু, সে গারদে।

লহ—(হস্ত জোর করিয়া ধারণ) সেলিম! সেলিম!

সেলি—ওঃ বিবি পঞ্জাদার!

লহ—গা ডুলি মেরেছিল, ভাল হয়নি।

সেলি—রোস বাবা, বাঁচলুম ; এইবার সেতারের মতন গৎ চল্‌বে।

(সেলিমের প্রস্থান)

লহ—গা ডুলি মারা ভাল হয়নি, একলা বনের ভিতর প্রাণ খাঁ খাঁ করেছিল, ওমা আমি কাট্‌তে চাইনি, আমি কাট্‌তে চাইনি, সেই বুড়ো বেটা বলেছিল, পিড়িং পিড়িং, ধিড়িং ধিড়িং, পুড়ুং পাড়াং, চুড়ুং চাড়াং ; ওমা মন্ত্র বলছি, ও মাগো ! কি ভয়ঙ্কর গো ! ওমা সূর্য্যের মত দুটো চোক, ওগো গেলুম গো।

(মানসিংহ, যমুনা, কানুন ও হকিমবেশে মন্ত্রীর প্রবেশ)

মান—(যমুনার প্রতি) মা এখানে আসা হকিমের নিষেধ, তাই বারণ করি।

যমু—এমন নিষেধও শুনিনি।

লহ—যমুনা ! দিদি এস, ওরে নোকে ছিড়ে ফেল, প্রাণ জ্বলে গেল, না না কেটোনা, কেটোনা, বাবা !

যমু—লহনা দিদি ! কে তোমায় কাটবে বলতো ? এই দেখ আমি এসেছি, কানুন এয়েছে।

কানুন—চানা লো ! তোর বাপ এয়েছে দেখ্‌না।

লহ—ও বোন ! উনিই আমায় কাটবেন—নিশ্বেসে মরে যা, নিশ্বেসে মরে যা।

কানুন—মরে যাই যাব, তুই চোক্ খোল্ তো ?

লহ—কানুন দিদি ! এস বসো—মর।

যমু—মর মর [illegible] বল তো ?

লহ—যমুনা দিদি ! তোমার চোক দুটো উপ্‌ড়ে নিই, ওমা—আঃ ও বাবা—আঃ !

মান—দেখ দেখি সাধে নিষেধ করি, তোমরা চলে যাও ; কানুন ! তোমার সে শুকনো কুড়িটী আননি ?

কানু—সকলে ঠাট্টা করে বলে নিয়ে আসিনি।

যমু—আশ্চর্য্য ! ঝরে পড়ে গেল না গা, শুকনো ফুল এতদিন থাকে তা আমি জানিনি।

(কানুন ও যমুনার প্রস্থান)

মন্ত্রী—ভাল, আপনার কন্যার চিকিৎসা করেন না কেন ?

মান—সময়ে সময়ে ওর মুখ দিয়ে এমন কথা বেরোয়, যে সে চিকিৎসকেরও শোনা উচিৎ নয় ;—তাতে আমাদের মন্ত্রণা সিদ্ধির ব্যাঘাৎ জন্মাতে পারে।

লহ—কেও বাবা ! আমি জানতুম না কাটবে—আমায় ডেকে দিতে বলেছিল—আমি কি জানি, আমায় কেটোনা, কেটোনা, কেটোনা।

মন্ত্রী—বাদসা তো এই ঔষধ দিতে বলেছেন, অকারণ প্রাণ বধ কি আবশ্যক।

মান—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন আমায় দিন, এতে প্রাণনাশ হবে না, আকবারের বিষে একদিনে মৃত্যু হয় না, তিনি সতর্ক লোকে পাছে বিষ প্রয়োগ আশঙ্কা করে।

মন্ত্রী—দেখুন আপনি পিতা, আপনার যেরূপ বিধি হয় কর্ব্বেন, (ঔষধ প্রদান) কাল সরবতের সঙ্গে আপনাকে বিষ প্রয়োগ হবে এই সে বিষ, আমি পাচককে দিতে চল্যেম এখন বুঝুন আমি খসরুর পক্ষ কি না ?

মান—মশাইকে তো কখন অবিশ্বাস করিনি।

মন্ত্রী—ভাল করুন বা না করুন আমি চল্যেম, দেখ্বেন স্ত্রীহত্যাটা না হয়। (প্রস্থান)

মান—এও আকবারের ছলনা হতে পারে, তা আমিও অসতর্ক নই, কিন্তু সতর্কতার চেয়ে অন্তরের আগুন আর নাই ; এই যে সুন্দর পবন হিল্লোল অন্যকে শীতল করে কিন্তু আমার বোধ হয় যেন আমার বিরুদ্ধে কে পরামর্শ কচ্চে, কুঞ্জে কুঞ্জে যেন অস্ত্রধারী

ঘাতক আমার প্রাণ বিনাশ প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান, গৃহিণীর করে দুগ্ধ-পাত্র বিষ-পাত্র অনুমান হয়, হোক ; সতর্কতার বলে আমি জীবিত আছি ; নচেৎ আকবারের কৌশলে এতদিন জীবন যাত্রা উয্যাপন কত্তে হতো, কিন্তু সেদিন "আনন্দে রহো" আমার প্রাণ দাতা, (ঔষধ গুলিয়া) যন্ত্রণা বৃদ্ধি কর্ব্বে সন্দেহ নাই, মা ঔষধ খাও।

লহ—কেও বাবা !

মান—কেন মা অমন কচ্চো ?

লহ—আজ অনুগ্রহ করে বলে যাবেন একটু জল ঘরে রেখে যায়। ওরে দাঁড়া, দাঁড়া, ভয় পাবো অখন, একটু জল চেয়ে রাখি।

মান—কেন দুধ রয়েছে, জল যে নিষেধ মা, এই ঔষধটা খাও।

লহ—না বাবা ও ঔষধ খাবোনা, বাবা তোমার হাতের ঔষধ বিষ। বাবা, বাবা ঔষধ আর আমি খেতে পাচ্চিনি, বাবা দাঁড়িওনা, নখ দে আমি তোমার চোক গেলে দেব, এখনও দাঁড়িয়ে—এই দিলুম (উঠিতে উদ্যত) মাগো ! (পতন) !

মান—উত্তম। (প্রস্থান)

(জল লইয়া কানুনের প্রবেশ)

কানু—ওমা অনাছিষ্টি কথা, রুগি জল খাবেনা তো কি হাওয়া খেয়ে বাঁচবে, দিদিও ধরেছে জল খেলে বাঁচবে না, রেখে দাও তোমার হকিমের কথা।

লহ—মুখ ছিড়ে দিই, মুখ ছিড়ে দিই, মুখ ছিড়ে দিই।

কানু—ও মাগো ! দিদি এই দোরগোড়ায় জল রইলো খাস্। এ রুগির কাছে দশজন থাকতে হয়, তা না একজন থাকবার যো নেই, বলেন হকিমের হুকুম।

লহ—(দণ্ডায়মান হইয়া) ভয় হবেনা, এই এম্নি করে, এম্নি করে দাড়িয়েছে। (জিব মেলিয়ে দেখান)

কানু—ও মাগো ! দিদি যেন কি করে। (প্রস্থান)

লহ—ও মাগো আবার এসেছে (পতন) জল, জল, জল,।

(বেতালের প্রবেশ)

বেতা—ভয় পায় পাবে, ওর ঔষধ কাকে দিব, ওরে এই ঔষধ তোকে দিয়েছে।—(ঔষধ প্রদান)

লহ—জল ! প্রাণ যায়।

বেতা—(জল লইয়া) ওরে খা খা।

লহ—(জল খাইয়া) বাবা হলেও তোমার ঔষধ ভাল।

বেতা—চুপি চুপি বলি, "আনন্দ রহো ! আনন্দ রহো" !!

লহ—অ্যাঁ "আনন্দ রহো" !

বেতা—আর ভয় পাসনি, এই দ্যাক্ তোকে আমি জল দিচ্চি।

লহ—"আনন্দ রহো" আর তোমায় ভয় পাবো না।

বেতা—তবে জোরে বলি "আনন্দ রহো" !

লহ—বল আর আমি ভয় পাব না ; যদি ভয় পাই একটু জল দিও।

বেতা—"আনন্দ রহো ! আনন্দ রহো" !! ভয় পাচ্চিস জল খা।

লহ—(জলপান করিয়া) এইবার গায়ে জোর হয়েছে, বাবা ! তোমায় দেখবো, ফের বল "আনন্দ রহো" আর একটু জল দেও।

বেতা—আচ্ছা বলছি তুই জল খা, (জল প্রদান)।

লহ—বাবা ! তোমার মুখ ছিড়ে ফেলবো। (প্রস্থান)

নেপথ্যে—মাগো (পতন শব্দ)।

বেতা—ঐ যা তুই ভয় পেলি ! আমি পালাই, জল দিয়ে যাচ্চি খাস, আবার আর একজনকে ঔষধ দিতে হবে। (প্রস্থান)

পঞ্চম অঙ্ক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

অপর এক কক্ষ।

(আকবার ও মানসিংহ)

আক—এ চমৎকার সরবৎ পান করুন, (খাইয়া) একি—বিশ্বাসঘাতক ! বিশ্বাসঘাতক।

মান—রাজা মান সতর্ক, সাবধানের বিনাশ নাই, আকবারসা জাননা, তোমার বিষপাত্র তোমারই মুখে।

আক—মানসিংহ সে দর্প করোনা, পাচক তোমার অর্থে ভোলে নাই, এ আল্লা আমার বাটিতে বিষ দিয়েছে।

(বেতালের প্রবেশ)

বেতা—"আনন্দ রহো ! আনন্দ রহো" ! ! ওরে নারে, আমি তোর ঔষধ ঢেলে রেখে গেছলুম, সাদা গুঁড়ো যাকে দিতে দিয়েছিলি তাকে দেখতে পেলুম না, তাই এই বাটিতে ঢেলে রেখে গেলুম। তোর তো আর কাগজখানা দরকার নেই, আমি গাঁজাটা আসটা মুড়ে রাখবো।

আক—ও হো ! হো ! হো ! হো ! মানসিংহ সরে যাও, কাউকে পাঠিয়ে দাও একটু জল দিগ, আমি সকলকে নিষেধ করেছি, ওঃ——দিলে না————দিলে না————

মান—আমার কন্যার প্রতি ঔষধ প্রয়োগ করে জল নিষেধ, আপনার প্রতিও সেইরূপ ব্যবস্থা ; এখানে তো অপর হকিম নেই।

আক—জল দিলে না, জল দিলে না, ওরে কে আছিস্ রে।

মান—নিকটে কারুর থাকবার তো জাঁহাপনার হুকুম নেই।

বেতা—ওরে আমি দিচ্চি (জল লইয়া দিতে যাওয়া ও পড়িয়া গিয়া জল পতন, ও আর একজনের পাত্র গ্রহণ)।

মান—না না "আনন্দ রহো" জল দিলে মরে যাবে, (বেতালকে ধরিয়া)।

আক—"আনন্দ রহো" শুনোনা, জল দাও।

বেতা—ওরে ছেড়ে দে।

আক—ছাড়িয়ে এস ; তুমি আসতে পাচ্চোনা ? ওঃ এ সব কে ? দাও দাও একটু জল দাও, দাও দাও, আঃ বাঁচিনি—হাসে ! (ওয়াক) আবার সরবৎ দিলে, ওরে আবার সরবৎ দিলে, কাটা মাথা থেকে রক্ত পড়ছে, ওরে মুখে পড়,মুখে পড়, জ্বলে গেল—আগুন, আগুন। "আনন্দ রহো" এসো, তুমি কারাগার ভেঙ্গে আসতে পার, গারদ থেকে আসতে পার, আমার সিংহাসনে পা দিতে পার, আমার বিষ আমায় খাওয়াতে পার, একটু জল দিতে পার না ? "আনন্দ রহো" তুমি কত গুল হয়েছ, সকলকে কি মানসিংহ ধরে রেখেছে ? ঐ যে তোমার হাতে জল—দাও, দাও, দাও।

বেতা—ওরে "আনন্দ রহো" বল, আমায় ছাড়বে না, আমি গাঁজা খেয়ে তৃষ্টা পেলে বলি, ওরে ছাড়চেনা, ওরে ছাড়, ছাড়, মরে রে ছাড়বিনি (জোর করে ছাড়াইয়া লওন)।

আক—দাও, দাও, (জল লইয়া পতন ও জল ফেলিয়া দেওন)।

বেতা—ওরে তুইও ফেলে দিলি, (কাপড় ভিজাইয়া মুখে দেওন)

আক—কালো ! কালো ! কালো ! কালো ঢেউ, কালো মেঘ, সমুদ্র তুফান ঢাল্‌চে কালো, ফুটচে কালো, উঠছে কালো, কালো ! কালো ! কালো ! কালো উথলে উঠছে "আনন্দ রহো!" তোমার "আনন্দ

রহো " বলো—শুনতে পাইনি, শুনতে পাইনি, ওঃ বজ্রাঘাৎ হচ্চে, ঐ কালো মেঘ থেকে বজ্রাঘাৎ, উঃ কত বজ্রাঘাৎ! কালোতে কি নীল রংওের বিদ্যুৎ হয়, ও বাবা! কালো আগুন নাকের ভিতর সেঁদোলো, জ্বলে গেল, পুড়ে গেল।

বেতা—এত কথা বলছিস, "আনন্দ রহো" বল।

আক—ওরে পেটের ভেতর কালো ঢেউ উঠছে।

মান—এখন কি কর্ত্তব্য, এই তো প্রায় শেষ, প্রচার করিগে যে জাঁহাপনা অকস্মাৎ কিরূপ হয়েছেন। সতর্কতা, সতর্কতা, সতর্কতা, সতর্কতাই মনুষ্যের জীবন, এখন সতর্ক হই কেউ না বলে বাদসাকে আমি খুন করেছি, সন্দেহ কর্ব্বেই—দেখা যাক, সতর্কতা! সতর্কতা! (প্রস্থান)

আক—ওই পেটের ঢেউ বুকে এলো।

বেতা—আমি একটু জল পাই তো দেখি "আনন্দ রহো! আনন্দ রহো"!! (প্রস্থান)

(দুইজন ভৃত্যের সহ মানসিংহের প্রবেশ)

মান—যতদূর পাল্লেম কল্লেম, জল টল মাথায় দে দেখলুম কিছুতেই চেতন হলোনা, এই দেখ জল পড়ে রয়েচে।

১ম ভৃ—মহারাজ কি আর মিছে কথা বলছেন।

২য় ভৃ—আর কাকে নিয়ে যাবো।

মান—না না ধুক ধুক কচ্চে, টেনে তোল, কণ্ঠা নড়চে, দেখতে পাচ্চোনা।

(আকবারকে লইয়া দুইজন ভৃত্যের প্রস্থান)

(নেপথ্যে—আহা হাঁ কচ্চে একটু জল দেরে।)

মান—যদি একবার লোকের ধারণা হয় যে, আমি বিষ দিইনি,—আকবার বড় চমৎকার উপায় শিখালে, যাঁর প্রতি সন্দেহ তার প্রতি বিষ প্রয়োগ, সতর্কতা, সতর্কতা! অর্থের অভাব নাই

খসরু দেবে, কিন্তু খসরু মুসলমান উপকার মনে রাখবে কি? দেখা যাক—সতর্কতা! (প্রস্থান)

(নেপথ্যে—"আনন্দ রহো! আনন্দ রহো"!!

পঞ্চম অঙ্ক।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

বাপী তট।

(যমুনা আসীনা)

গীত।

রাগিণী খট্‌ভৈরবী—তাল যৎ।

যমুনা—পাষাণী পাষাণের মেয়ে, বাদ সেধেছ আমার সনে।
পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে পায়ে মনের সাধ মা রইল মনে॥
রাঙ্গা চরণ পূজে তারা, নয়ন তারা হলেম হারা।
দেখ্ মা তারা তাপ হরা, বঞ্চিত বাঞ্ছিত ধনে॥

(কানুনের প্রবেশ)

কানু—দিদি এই অন্ধকারে একা বসে গান কচ্চো, উঃ আকাশে একটী তারা নেই, বিদ্যুৎগুলো যেন লড়াই কত্তে কত্তে আকাশটা মেপে চলেছে, এস ভাই ঘরে এস।

যমু—দিদি অন্ধকার যামিনী ভিন্ন আমার এ গান শোনাব কারে? চাঁদ শুন্‌লে মলিন হবে, ভাই, মেঘ আপনার প্রাণ ধুয়ে দেবে,

আমি কি আপনার প্রাণ ধুয়ে কাঁদতে পারিনি? দিদি! আমি বড় অভাগিনী, তোমার মতন প্রফুল্ল কুসম-কলিও আমার নিঃশ্বাসে মলিন হয়। দিদি! আমার মতন ভগ্নী কি আর কারুর আছে?

কানু—দিদি! বিশ্বাস কর, মনস্কামনা করে কালীর পায়ে জবা দিয়েছ অবশ্য তোমার সঙ্গে নারাণের সঙ্গে দেখা হবে; এই দেখ দেখি আমি মেনেছিলুম, আমার এ কুঁড়িটী আজও রয়েছে।

যমু—কানুন! আমি বালক সেজে পথে পথে কেঁদে বেড়িয়েছি, রাস্তায় রাস্তায় গান করে বেড়িয়েছি, সূর্য্যের উত্তাপে কাতর হইনি ক্ষুধা তৃষ্ণার সময় নদীর জল অমৃত বলে পান করেছি, তাতেই সবল হয়েছি, আবার লহরীমোহনের অনুসন্ধান করেছি; মনে মনে সম্পূর্ণ বিশ্বাস মা কালী মনস্কামনা পূর্ণ কর্ব্বেন।

কানু—অবশ্যই করবেন,আমার ফুলটী দেখে তোমার বিশ্বাস হয় না?

যমু—না ভাই! যখন পেয়ে হারালেম, তখন আর বিশ্বাস হয় না।

কানু—আচ্ছা ভাই! আমি কাল সকালে তোমার মতন বালক সেজে পথে পথে ঘুরবো, দেখি পাই কি না?

যমু—কানুন! আমার প্রাণ বল্‌ছে তাকে পাবো না, তুমি মিছে প্রবোধ দিওনা।

কানু—আচ্ছা এসো, ওদিকে ফুল ফুটেছে দেখিগে।

যমু—না দিদি, তুমি দেখগে।

কানু—বুঝেছি, বসে কাঁদবে, আচ্ছা আমি তোমার জন্য ফুল তুলে আনছি, তখন কিন্তু নিতে হবে। (প্রস্থান)

যমু—তুমিই সুখী—মা কালী! এ জন্মে মনের সাধ মনেই রইলো। যদি জন্ম হয় যেন যমুনাই হই লহরীমোহনকে নিয়ে খেলা করি, আর যদি সে সাধ না পূর্ণ হয়, যেন কানুন হই, একটী শুকনো কলি নিয়ে চিরকাল বেড়াই।

গীত।

রাগিণী মুলতান—তাল আড়াঠেকা।

বাঞ্ছা পূর্ণ কর মা শ্যামা ইচ্ছাময়ী কল্পতরু।
পূজে তোরে বাঞ্ছা পূরে বলেছে শিব জগৎ গুরু॥
তমময়ী ঘোর ত্রিযামা, মা বলে গো কাঁদি শ্যামা,
হররমা দেখা দে মা, মা তো কঠিন নয় গো কারু॥

(অপর দিক দিয়া নারাণকে বহন করিয়া বেতালের প্রবেশ)

ন্যারা—ভাই "আনন্দ রহো"! তুমি কেন বৃথা যত্ন কচ্চো আমি কি আর বাঁচবো? আমি বিশ দিন অনাহারে কারাগারে বাস কচ্চি, যদি কোথাও জল পাও আমার মুখে এক বিন্দু দাও; গুরুদেব! "কৌশলে কার্য্য সিদ্ধি হয় না" মৃত্যুকালে তোমার উপদেশ বুঝলেম, যেন জন্ম-জন্মান্তরে তোমার পদে ভক্তি অচলা থাকে।

বেতা—এই সামনেই পুকুর।

(জল আনিতে গমন)

যমু—মা তারা! বিদ্যুৎগুলি যেন তোমার রাঙ্গা পার মতন খেলা করে লুকুচ্চে, ত্রিযামা যেন রাক্ষসীরূপে নৃত্য কচ্চে, চতুর্দ্দিকে ঝিল্লীরব মধ্যে মধ্যে বজ্র নিনাদ যেন মহিষাসুরের যুদ্ধে রণ-রঙ্গিণী আপনি মেতেছেন।

গীত।

রাগিণী মঙ্গল বিভাষ—তাল একতালা।

প্রলয়-দামিনী চরণে নলকে।
নখর নিকর ভাতে প্রভাকর, বরণ নিবীড় কাদম্বিনী,
ব্রহ্মাডিম্ব ফুটে পলকে পলকে॥

নরকর নিকর কপাল মালা, তর তর ত্রিনয়ন উজল জ্বালা,
ঘন ঘোর গরজন, সুর নর কম্পন, শব শিব পদতলে,
ভালে অনল জ্বলে ;
ত্রাহি ত্রিভুবন প্রলয় ঝলকে ॥

নারা—এ কে গান করে, ওর কাছে আমায় নিয়ে চল,—যমুনা ?

যমু—মা ইচ্ছাময়ী ! দাসীর ইচ্ছা বুঝি পূর্ণ কল্যেন, (নারাণের নিকট গমন)।

নারা—যমুনা !

(বেতালের প্রবেশ)

বেতা—ওরে এই জল নে, (পাতায় করিয়া মুখে জল দেওন)।

নারা—যমুনা ! মুখের কাছে এসো, একবার ভাল করে দেখি ;

(যমুনা তথাকরণ)

অগ্নি থাক, বেশ দেখতে পাচ্চি।

যমু—মা ! তোমার মনে এই ছিল মা ! এই দেখা হবে, লহরী-মোহন ! কথা কও, কথা কও, এখন আমার প্রাণ ভরেনি, আর একটী কথা কও।

নারা—রাঙ্গা, রাঙ্গা, সূর্য্য উঠছে, দেখ যমুনা, নীল ঘোড়া।

বেতা—সরে যাই, এখনি "আনন্দ রহো" বলে ফেল্‌বো।

যমু—একবার চেয়ে দেখ, মা ইচ্ছাময়ী ! তোমার ইচ্ছায় আমি লহরীমোহনকে আবার পেয়েছি, আমার গান শুনতে তুমি বড় ভাল বাসতে, আমি গান গাইতে গাইতে তোমার সঙ্গে যাচ্চি।

গীত।

রাগিণী বাহার-ভৈরবী—তাল মধ্যমান।

নেচে নেচে চল মা শ্যামা দুজনে তোর সঙ্গে যাবো।
দেখবো রাঙ্গা চরণ দুটী বাজবে নূপুর শুনতে পাবো।

ঘোর আঁধারে ভয় বা কারে, ডাক্‌বো শ্যামা অভয়ারে,
ওমা বলে যাবো চলে,'মা'বলে মা প্রাণ জুড়াবো ॥

নারা—"আনন্দ রহো ! আনন্দ রহো" বলো, আনন্দের সীমা নাই, গুরুদেব ঘোড়া চড়িয়ে নিয়ে যাচ্চেন ; যাচ্চি—একটু কাহিল আছি, গুরুদেব হাসছেন, ভাল কথা "আনন্দ রহো ! আনন্দ রহো" ! !

বেতা—এই যে, "আনন্দ রহো ! আনন্দ রহো" ! !

(কানুনের প্রবেশ)

কানু—দিদি ! তুমি এইখানে বসে গান কচ্চো আমি ছিষ্টি খুঁজচি, মটকা মেরে পড়ে থাকলে হবেনা, ফুল পত্তে হবে ; উঠলে না তবে নমো নমো করে সর্ব্বশরীরে দিই (ফুল দেওয়া ও বিদ্যুৎ দ্বীপ্তি) একি লহরীমোহন !

নারা—হ্যাঁ কানুন।

যমু—কানুন ! বিদায়———

বেতা—"আনন্দ রহো ! আনন্দ রহো" ! !

কানু—একি "আনন্দ রহো" ?

বেতা—দূর কর, আমার গাঁজার কলকে ফেলে দিই, তুমি ওদিকে দেখ না।

কানু—(অন্যমনে ফুল ফেলিয়া দেওয়া)

বেতা—তুমিও ফুল ফেলেছ, ওদিকে কি দেখ্‌ছো, দেখতে গেলে অনেক দেখতে হবে। বল "আনন্দ রহো ! আনন্দ রহো" !!

উভয়ে—"আনন্দ রহো ! আনন্দ রহো" ! !

যবনিকা পতন।